সুর ও সুরতি

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া—১৩৭০, (অক্টোবর—১৯৬৩)

প্রকাশক :
শ্রীঅশোককুমার সরকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
শীতলা প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কসের পক্ষে
শ্রীনিশাপতি সিংহ রায়
৪এ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনায় :
সর্বশ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ভূনাথ মুখোপাধ্যায়, তড়িৎ চন্দ্র,
গোবিন্দ মোদক, সিদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রেখাশিল্পী :
শ্রীগোবিন্দ মোদক

ব্লক :
স্টেটস্‌ম্যান্ লিমিটেড

প্রতিলিপিকার :
সর্বশ্রী কুলরঞ্জন প্রামাণিক, গোবিন্দ মোদক, বিশ্বনাথ দাস ও
গোপাল দে

সূচী গ্রন্থক :
শ্রীসৌরানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য—তিন টাকা

উৎসর্গ

কিশোর-কালের হারিয়ে-যাওয়া সর্বানুজা

৺সাহানার স্মরণে—

জগৎ পারের কোন অজানা দেশে
পরশ যারে করে স্নুরের রেশে।
যতই দূরে থাক না আজ তুমি
স্মৃতির ছোঁওয়া পায় যে মর্তভূমি।
তোমার তরে রেখে গেলাম অই
ছন্দে বাঁধা ছোট্ট স্নুরের বই!
ভাবছ আপন মনে
আজকে অকারণে
কেন এই স্মৃতি আরাধনায়
আবার ডাকা অতীত-কালের স্নেহের সাহানায়!

ইতি—

"ছোটদা"

SUR O SUROVI

by

SHRI SUDHANANDA CHATTOPADHAYA

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

১। **প্রয়োগ বিজ্ঞান কথা**—বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—
আশ্চর্য লাগে এইখানে যে ইঞ্জিনিয়ারিংএর মত দুরূহ বিষয়কে লেখক একটি সরস বইয়ের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

দেশ—যাঁরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী, তাঁরা এই বইখানি পড়ে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করবেন।

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু—নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের জমাট গাঁথুনি পুস্তকখানি।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—একটি সুখপাঠ্য সহজবোধ্য বর্ণনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিবেশিত হইয়াছে।

২। **জীব ও জঠর**—এইচ, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং ৮৮ নঃ পঃ
রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত।
সংহতি বলেন—জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য ও জনস্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানের বিশদ আলোচনা····

৩। **Bridges of Calcutta and its Surroundings** Rs 4/-
Technical Journals of India (P) Ltd.
Highly praised by the technical journals of India and abroad.

৪। **স্মরণিকা—(প্রগতির পথে)**

সূচীপত্র

সুর ও সুরভি

সুর ও সুরভি ছড়ায়ে
তট ও তটিনী পারায়ে
মঞ্জু পায়ে কুঞ্জ ছায়ে চরণ বাড়ালে।

সাধ ও সাধনা তবে কি
প্রেম ও প্রেরণা ল'বে কি ?
নদীর পারে কুটীর ধারে একলা দাঁড়ালে ॥

নিঝুম নিরালা রজনী,
বিজনে ব্যাকুলা সজনি ;
হিমের বায়ে তিমির ছায়ে গহন পারায়ে।

অসিতা তামসী যামিনী,
হসিতা রূপসী কামিনী ,
তড়িৎ শিখা, বজ্রে লিখা চেতন হারায়ে ॥

—ঃ০ঃ—

ধূর্জটী

নম ত্রিভুবনেশ্বর,
শিব মহেশ্বর,
পার্বতী ঈশ্বর,
শঙ্কর, শর্ব, শম্ভু।

জটাজুট-ধর,
ভব, দিগম্বর,
শশাঙ্ক-শেখর,
ধূর্জটী, ভোলা, স্বয়ম্ভু।

নম স্মরহর,
ভর্গ, বীরেশ্বর,
শিরে গঙ্গাধর,
কণ্ঠ বিশাল কম্বু।

রুদ্র, শূলধর,
স্থাণু, বিশ্বেশ্বর,
'বাণলিঙ্গ-ধর,
শিরসি কল-অম্বু॥ [১]

দক্ষিণেশ্বর, ১৯৪৪

—ঃ০ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ

(১)

কৃষ্ণ কানাইয়া আও।
নূপুর রুনুঝুনু মধুর ছন্দে নিধুবন পানে কেন ধাও ?
অধরে বাঁশরী শিরে শিখী-পাখা,
সুন্দর ললাটে গোরোচনা আঁকা,
পীতবাসধারী—
ত্রিভঙ্গ মুরারি
বঙ্কিম দিঠি হানি' চাও ॥
বংশী ফুকারে মৃদু মধু হাসে
বয়ানে মুকুতা যেন পরকাশে
নীপতরুচারী,
শ্যাম বনোয়ারী,
শরণাগতে সাথে নাও ॥ [২]

সেপ্টেম্বর ১৩:৩
দক্ষিণেশ্বর

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণ

(২)

আমার মুরলী হারায়ে গিয়াছে মথুরার পথ চলিতে।
বৃথাই কেবল খুঁজিয়া ফিরেছি ব্রজের কুঞ্জ গলিতে ॥
কোথায় সুবল, কোথায় সুদাম,
কোথায় শ্রীদাম, কোথা বসুদাম ?
আজ আমি নহি বাসুদেব হরি, আসি নাই গীতা বলিতে।
বৃথাই কেবল খুঁজিয়া ফিরেছি ব্রজের কুঞ্জ গলিতে ॥

মহাভারতের মহাসংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে আজ,
ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়েছে ফুরায়েছে মোর কাজ ॥
মনে হ'ল আজ কোথা প্রেমরাধা ?
যার নামে ছিল মুরলী যে সাধা,
বলে দাও মোরে কোথা মোর বাঁশী, ইন্দু-বিশাখা ললিতে ?
বৃথাই কেবল খুঁজিয়া ফিরেছি ব্রজের কুঞ্জ গলিতে ॥ [৩]

হাওড়া
১১।১০।৫৯

—:০:—

শ্রীরাধা

(১)

প্রেমেতে পাগল রূপসী রাই,
কানুরে কামনা করে বৃথাই।
বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে
ভ্রমর অলির গুঞ্জরনে
গোপীর সাথে সঙ্গোপনে
গোপন লীলায় মত্ত সদাই।
রাধিকা অধিকা ব্যাকুলিতা,
শঙ্কায় মরম সঞ্চলিতা,
ঈক্ষণ-প্রেক্ষণ চঞ্চলিতা
নিশীথে নয়নে নিদালি নাই। [৪]

বার্মিংহাম
১৪।১২।৪৯

(২)

আমি রাধা, আমি রাধা।
তোমারে আরাধি' মম ঘোচে গ্লানি, বাধা॥
তোমার বাঁশরী শুনি নিখিলের স্বনে,
তোমার মূরতি হেরি নীরদ সঘনে,
তোমার পরশ লভি মলয় পবনে,
তোমারি গুণগানে হিয়া মোর সাধা॥
তুমি মোর চিরপ্রভু, তুমি মোর স্বামী,
আমি তব প্রিয়রাধা—চির-অনুগামী।
তুমি প্রেমময় প্রভু, প্রেমরাধা আমি,
তোমাতেই তুমিময়, সবে তুমি বাঁধা॥ [৫]

—:০:—

ঊষা

অয়ি ঊষা, দ্যুলোক-দুহিতা !
অয়ি ভাস্বতী, দ্যুতি-শাশ্বতী, শুভ্রাঞ্চল শোভিতা।
অয়ি তিমির বসন অনবগুণ্ঠিতা !
তমসা সাগর চরণ লুণ্ঠিতা !
অয়ি বিশ্ব-বন্দিতা,
নিত্য নন্দিতা,
নব্য ছন্দিতা,
অয়ি কান্তিমতী, হেম জ্যোতিষ্মতী, অরুণ অশ্ববাহিতা !

অয়ি চিরযৌবনা, সর্ব্বব্যাপিনী,
নিত্য নবীনা, প্রজ্ঞাদায়িনী,
অয়ি প্রভাত-কারিণী,
কলুষ-বারিণী,
ত্রিলোক-ধারিণী,
অয়ি জ্যোতিঃসমা ঋতাম্ভরাপ্রমা, বিশ্বেশবিমোহিতা ॥ [৬]

হাওড়া
২৫।২।৫৯

—:•:—

পুণ্ডরীক

পুণ্ডরীক! পুণ্ডরীক!
পারিজাত গন্ধে সুমধুর ছন্দে ভরিয়া উঠেছে দিক্।

কঠিন বল্কল-আবরণ অন্তরে
এত ভালবাসা কেমনেতে সঞ্চরে ?
রূপের তিয়াষা মানেনাকো মন্তরে।
হে রূপ মরীচিকা ভ্রান্ত পথিক !

মহাশ্বেতার একটি প্রণাম
ভুলাইল তব মালা-জপ নাম।
ভুলে গেলে সাধনা, সংযম-বন্ধনে,
যোগ-যাগ, ঋক্‌গান, নিতি সামবন্দনে ;
উদ্গীত প্রণবের ধীর হিয়া স্পন্দনে
হে প্রেম-যোগাসন মূরত ঋক !

তনুরে করিলে তুমি এত দ্রুত নাশ ;
অজানা প্রেয়সী লাগি' একি তব আশ ?
চঞ্চলতা জাগে হৃদয়ের ছন্দে,
মরণের নিশ্বাস বহে নাসারন্ধ্রে,
বিরহের ক্রন্দন কুসুমের গন্ধে।
হে প্রেম বেদনার মৌন প্রতীক্! [৭]

দক্ষিণেশ্বর
১০।২।৪৩

কাদম্বরী

সখি কাদম্বরী ! সখি কাদম্বরী !
মেঘলোক হ'তে এলে আজি নেমে পরনে নীলাম্বরী ।

দরদী হৃদয় তব সখির দুঃখে
বেদনায় সাথী করি' ধরেছ বুকে ;
সখির মিলনে দুঃখরজনী শেষে
প্রণয় পশিতে দেবে হৃদয় দেশে
এ শপথ নিলে তুমি কি বেদনা সম্বরি' ।

মহাশ্বেতা তব পরাণ-প্রিয় !
করেছ বিরহ তা'র চির বরণীয় ।
তোমার প্রেমের দ্বার দাও খুলিয়া,
চন্দ্রাপীড়েরে মনে লও তুলিয়া
প্রেমের পুলকে পুনঃ বাঁধ কবরী । [৮]

দক্ষিণেশ্বর
১১।২।৪৩

—:০:—

মহাশ্বেতা

অচ্ছোদ সরোবর তীরে
পুষ্পিত সহকারে ধীরে
স্পর্শ-হর্ষণ-সুখলভিতা।
মহাশ্বেতা! ওগো মহাশ্বেতা!

চন্দন-বীথি শিরে মাধবীলতা;
পঞ্চম সুরে কহে কোকিল কথা।
শিরে শিরে বাঁধা ঘন লতার দোলা।
ফুলরেণু দ'লে চলে আপন ভোলা।
নীল-অঞ্চল-চঞ্চল অসম্বৃতা।
মহাশ্বেতা! ওগো মহাশ্বেতা!

জপমালাধর-ক্ষণদর্শন-মুগ্ধা,
পারিজাত-ফুলরেণু-সৌরভ-লুব্ধা,
তাপস-পদ পরশ প্রেম সঞ্চারিণী—
আকুল প্রেম চঞ্চলচিত মনোহারিণী—
বিরহ-বিষাদ-দুঃখ-শোকান্বিতা।
মহাশ্বেতা! ওগো মহাশ্বেতা! [৯]

দক্ষিণেশ্বর
১১।২।৪৩

—:০:—

উর্ম্মিলা

(রামের বনবাসের বিদায় ক্ষণে)

(১)

বিদায় বাসরে এসেছিলে শুধু বাতায়নে একদিন।
ভোরের আকাশে উঠেছিলে যেন চিরতরে হ'তে লীন।
উর্ম্মিলা। তুমি অশ্রু ফেলোনি,
বিদায়ের ক্ষণে প্রিয়রে বলোনি
"কোন অপরাধে, হে প্রিয়! আমায় করিবারে চাও ভিন্।

ভালো মোরে তুমি বাসিতে পারোনি, জানিনা কী অপরাধ!
তাই দূরে ফেলে চলেছ গহনে বিধি সেধেছেন বাদ।
আমার প্রেমের তাপ বুঝি নাই,
—দীপ্তি-বিহীন, ধীর, ভীরু তাই
তোমার হৃদয়ে স্বণন তোলে না, এমনি সে মৃদু ক্ষীণ।" [১০]

দক্ষিণেশ্বর
১৩।১১।৪৪

—:•:—

ঊর্ম্মিলা

(২)

বর্ত্তমানে

(রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রকাশের পর)

হৃদয়-সরসী নীরে বহু যুগ পরে আজি
ঊর্ম্মি তুলেছ, হে ঊর্ম্মিলা! নববধূ সাজে সাজি'।

এত যুগ কেহ তোমারে হেরেনি; কাতর সীতার দুঃখে,
বাতায়নে তুমি ছল ছল আঁখি বিষাদ-মলিন মুখে।
হাজার যুগের বিস্মৃতি পাশ টুটে,
উজ্বল হ'য়ে উঠিয়াছ আজ ফুটে,
সাম্য যুগের অধিকারে কেন প্রচারে হবেনা রাজী?

রাঘবে বরিতে গেছে অযোধ্যার প্রমত্ত পুরবাসী
ঊর্ম্মিলা তুমি দাঁড়ালে কি ফিরে সেই বাতায়নে আসি'?
অশ্রু মোছাতে জানকী এলকি?
রামানুজ আজি সময় পেলোকি?
প্রণাম লভিয়া চ'লে গেল ফিরে করে লয়ে ফুলসাজি? [১১]

দক্ষিণেশ্বর
১৬।১১।৪৪

—:০:—

গান্ধী দ্বাদশম্

হে মহাযোগকারী, হে সত্যব্রতধারী,
হে হিংসা কৃতান্তকারী !
হে নরোত্তম ॥
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ১ ॥

হে নিত্য ক্ষমামূর্ত্তি, হে অনন্ত প্রেম-স্ফূর্ত্তি,
হে অসীম জ্ঞানপূর্ত্তি,
হে প্রেমোত্তম ।
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ২ ॥

হে কৌপীন চিরধারী ! হে অহিংসা রণকারী !
হে কলি কল্মষহারী ।
হে নরোত্তম ।
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ৩ ॥

হে ভারত মুক্তিকারী, হে শোকে প্রশান্ত বারি !
হে অশেষ করুণাচারী !
হে নরোত্তম ।
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ৪ ॥

হে পরম পূর্ণজ্ঞানী, হে অশুভে শুভদানী,
হে বিশ্ব বরেণ্য মানী !
হে নরোত্তম !
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ৫ ॥

হে জীবন্ত বেদবাণী, হে বৈষ্ণব-বর, ধ্যানী,
হে বিনয়-যুগল পাণি !
হে নরোত্তম !
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ৬ ॥

হে ভারত সঙ্কট তারণ, হে শোক সন্তাপ বারণ,
হে বিশ্ব শান্তি কারণ।
হে নরোত্তম।
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ৭ ॥

হে নির্মল, নিষ্কলুষ, হে ক্ষীণ, খর্ব পুরুষ,
হে মূর্ত প্রেম-পীযূষ।
হে নরোত্তম।
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ৮ ॥

হে সর্বধর্ম সমজ্ঞানম্ হে গীতাবাইবেলকোরাণম্
হে ভগবৎ চিন্তন প্রাণম্।
হে পুরুষোত্তম
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ৯ ॥

হে ক্রোধ মোহহারী হে জীর্ণ যষ্টিধারী
হে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ কারী।
হে পুরুষোত্তম
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ১০ ॥

হে সচ্চিদানন্দ রূপ, হে শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ,
হে প্রেম সম্রাট-ভূপ,
হে নরোত্তম।
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ১১ ।

হে জাগ্রত ভারত পিতা, হে গণ-মন অধিষ্ঠাতা
হে বন্ধন ভয় ত্রাতা,
হে নরোত্তম।
পরম পুরুষ গান্ধী নম নমঃ ॥ ১২ ॥ [১২]

দক্ষিণেশ্বর
১।২।৪৮

গান্ধী গীতি

(১)

হে মহামানব ! হে মহামানব !
মহাজীবনেরে সঁপিয়াছ তুমি
ধন্য করেছ ধরণীর ভূমি
হানিয়া নিত্য ক্রূর-প্রমত্ত হিংসার হীন দানব।

মহামরণেরে লভেছ বক্ষে মৃত্যুরে শেষ জানি'
পাপ-ধরণীরে তীর্থ করিলে, রেখে গেছ তব বাণী
—দুঃখ শোক ভয়ে তুচ্ছ করিতে,
সেবার ধরমে দীক্ষা লভিতে,
ইহ জীবনের চারুলিপিখানি রচেছ মোহন নব। [১৩]

দক্ষিণেশ্বর
১০।১১।৪৪

(২)

নয়নের কোণে হেরিবে না ব'লে ভেবোনা গান্ধী নাই।
হৃদয়ের মাঝে খুঁজে দেখো মন, দেখিবে তাঁহার ঠাঁই॥
তমসা নাশিতে যুগে যুগে যাঁরা ধরণী করেছে ধন্য
রাম ও কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য
মহাত্মা তুমি তাদেরি আচারী
প্রেম ও সত্য এসেছ প্রচারি'
অহিংসা মন্ত্রে অভিষেক করি' বিশ্বেরে কর ভাই॥
বেদনা জীবের সয়েছ অসীম, শুনেছ নয়ন জলে
নীরব ভাষায় জয় করিয়াছ দরদে হৃদয় গলে
তোমার জীবন-সংহিতা বাণী
সত্য ও প্রেমে বিরচিত জানি
লোকান্তরেও অন্তরে নিতি চির বিরাজিত তাই॥ [১৪]

টরন্টো
২।১০।৪৮

(৩)

তোমার প্রাণের পরম প্রকাশ বুঝিতে পারেনি ধরা।
জাতির বেদনা হৃদয়ে বরিয়া তাই চ'লে গেলে ত্বরা ॥
নরদেহধারী দেবতাপ্রবর !
সত্যসন্ধ, প্রেমযোগীবর !
সরল জীবনে বেদ রচিয়াছ উজলি' বসুন্ধরা ॥
তুমি তো করোনি হিংসা কাহারে স্বপ্নে ও জাগরণে
সকল জীবেরে বক্ষে টেনেছ গভীর আলিঙ্গনে
তুমি চেয়েছিলে মানব জীবন
ক্ষমা ও প্রেমের হ'ক নিকেতন
জীবন দানিয়া যে বাণী রচিলে হ'ক সে মধুক্ষরা ॥ [১৫]

হাওড়া
৪।২।৪৮

(৪)

ধরার গান্ধী অমরার হয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠান।
চিতার ভস্ম নদী বয়ে ধায়, ধন্য হিন্দুস্থান ॥
তোমার স্মৃতিতে সৌধ রচিবে পথ, ঘাট, প্রান্তর
পাষাণ বেদীতে পূজা পাবে তুমি দেবতা নিরন্তর,
ফুল পেয়ে তুমি ভুলিবার নও
মন নিবেদনে তারি তুমি হও
শুদ্ধ মনের রুদ্ধ যে ভাষা হৃদয়েতে দাও স্থান ॥
প্রাণের দেবতা প্রাণ দিলে, প্রিয়, প্রার্থনা বেদীমূলে
মধুর মরণে বরণ করিলে 'রামনাম' নাহি ভুলে
তোমার জীবন বেদবাণী সম,
নিবিড় আঁধারে দীপশিখা-'পম
ধরার মানুষে ভালবাসিয়াছ—ধরণী পীঠস্থান। [১৬]

দক্ষিণেশ্বর
৩।২।৪৮

(৫)

মরণ তোমারে অমর করেছে, করেছে মৃত্যুঞ্জয়।
একের গান্ধী শতধা হইয়া, হ'ল যে কোটীতে লয় ॥
তোমারে আমরা ভুলিতে পারিনা, ভুলি নাই স্থির জেনো
সবরমতীরে ফিরিয়া পেলেকি অমরাবতীতে পুনঃ ?
দেহের অতীত, মনের অতীত লোকে
চির প্রশান্তি লভগো শান্তিলোকে
তোমার বাসনা পুরাব ধরায়, গাহিব তোমারই জয় ॥ [১৭]

হাওড়া
২।২।৫০

—:০:—

শ্রীশ্রীঅরবিন্দ বন্দনা

শ্রীঅরবিন্দ-পদারবিন্দ, শোক সন্তাপ হারী।
বিঘ্নগহন, দুঃখ দহন, পাপ বিমোচন কারী ॥
জ্যোতির্ময়, তেজস্বরূপ
নরদেহধারী ঐশী শ্রীরূপ,
সন্ত-সাধক-সমাজের ভূপ,
শঙ্কাতারণ, বিপদ-বারণ, অমৃত লোকচারী ॥
অপার, অগম, অসীমানন্দ,
বিদূরিত দূর সকল দ্বন্দ্ব,
পরম পুরুষ, শোভনানন্দ,
মোহ-মূর্চ্ছিত, বাধা-লাঞ্ছিত, বঞ্চিত প্রাণবারি ॥
অতি সুমানস, লোকোত্তর,
দিব্য জীবন সংহিতাধর,
জীবন মুক্তি-যোগ-আকর,
পরম নিদান, করুণা-নিধান, ধ্যান-ধারণাধারী ॥ [১৮]

পণ্ডিচেরী
১৩।৬।৬১

শবাসনা

সকল বাসনা,
ওমা শবাসনা,
সফল হ'ল না
এ জনমে মোর।
আশা করি যত
নিরাশা যে তত
মনে অবিরত
ঘেরিয়াছে ঘোর ॥
দৈব দুর্বিপাকে সংসার বিপাকে
পড়িয়া নিয়ত ভুলিনু শ্যামাকে।
ঘেরি' পুত্র দারা
রচিয়াছে কারা,
হ'ল নাকো সারা
সাধনা যে মোর ॥
অর্থের সন্ধানে অনর্থ যে কত,
স্বার্থের লাগিয়া করিয়াছি শত।
ভাবি মনে মনে
তরিব কেমনে
তব কৃপা বিনে
এ ভব সাগর ॥
শক্তিহীন আমি, কোন শক্তি নাই ;
না করিলে কৃপা কেমনে তরাই ?
ওগো ভবদারা !
সব মোর সারা—
ক্ষণতরে দাঁড়া
অন্তিমেতে মোর ॥ [১৯]

শরণাগতি

তব চরণে চঞ্চলচিত মোর মাগে শরণাগতি, মাগে শরণাগতি।
তুমি হৃদয়-হরণ, শ্যাম-সুহাসন, তুমি অগতির গতি,
তুমি অগতির গতি।
তুমি তাপ-হরা, তুমি পরাৎ পরা,
জ্ঞানের অতীত, তুমি সারাৎ সারা
অমিত-অপার-অলখ লোকচারী, মোর লহ প্রণতি,
মোর লহ প্রণতি।
তুমি জ্ঞানোদয়া, তুমি বরাভয়া
অখিল-আনন্দ তুমি বিশ্বজয়া,
অসীম মায়ার বন্ধন হ'তে মোরে দাও মুকতি,
মোরে দাও মুকতি। [২০]

হাওড়া
২৫।৪।৪৯

—:০:—

জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, ।
যাহা অসত্য, যাহা অনিত্য, তাহে করহে ক্ষয়॥
হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ,
শঙ্কা, ত্রাস, মূঢ় বোধ,
ক্রুটী-দোষ আজি করহে রোধ।
তুমি মঙ্গলময়, তুমি প্রশান্তিময়, জগজন বরাভয়॥

কালের লালাটে দিয়েছে সত্যটীকা।
মরণ প্রদীপে জ্বেলেছে জীবন শিখা।
তুমি যে সত্য, তুমি যে নিত্য,
আর্তজনার তুমি যে বিত্ত,
চিত্তে মম তুমি যে মূর্ত।
তুমি মহিমময়, অসীমগুণাশয়, চির আনন্দময়॥ [২১]

—:০:—

সংশয় বেধ

বেদনার মাঝে দিয়েছ আমারে অমোঘ বেদ।
নয়নের নীরে সাধনার সুরে না পড়ে ছেদ।

নহ শুধু তুমি বেদনা-হরণ,
বেদনা-অতীত বিচিত্র তব বাণী।
সুপ্তি-হরণ, শেষ-শয়ন,
কল্প-অতীত নিঃশঙ্ক তব পাণি,
চিরনিত্য,
সুপবিত্র,
দূর কর মনে দুঃখের দহনে, জীবনের ভেদাভেদ ॥

শান্তি-শরণ, বিপদ-তারণ,
চির প্রেমঘন, গহন বনচারী।
মদন-মোহন, মদন-দহন,
ত্রিলোক-পালন, অরূপ রূপধারী
শুদ্ধ সত্ত্ব,
নিত্য সত্য,
প্রেমের পরশে হৃদয় সরসে কর সংশয় বেধ ॥ [২২]

হাওড়া
২০।৪।৫৯

—:০:—

দীপ্তশিখা

তোমার ঐ দীপ্ত শিখায়
প্রাণের এই প্রদীপখানি জ্বালিয়ে দিও।
তোমার ঐ শক্তি ধারায়
অচল এই রথের চাকা চালিয়ে দিও।

অবিশ্বাসের অন্ধকূপে বদ্ধ মোরা,
সংশয়েরই ঘুর্ণিপাকে নিত্যঘোরা,
সঞ্চয়েরই বঞ্চনাতে পঙ্গু-খোঁড়া,
তোমার ঐ অনল শিখায়
মনের এই নকল সোনা গালিয়ে দিও॥

মনের এই অহমিকার মোহ নিও।
বিচার ও বোঝার বোঝা ফেলে দিও।
প্রেমের ঐ স্পর্শে কর মোহনীয়।
প্রীতির ঐ কোমল ছোঁয়ায়
আর্তপ্রাণে শান্তিবারি ঢালিয়ে দিও॥ [২৩]

হাওড়া
১০।৬।৫৯

—:০:—

সুর সাধক

আমার গানের আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি যাও।
আমার প্রাণের গোপন বাণীর পরশ তুমি পাও।

সাধক তুমি,
গায়ক তুমি,
আত্মভোলা জন।
সুরের নাটে,
ভাবের হাটে
রও যে নিমগন।
ভুবন-জোড়া সুর-সাগরে নিতুই তরী বাও।

জাপক তুমি,
ভাবুক তুমি'
সন্ত, সুধী-জন।
প্রেমিক তুমি,
রসিক তুমি,
প্রেমে বিভোল মন,
স্পর্শে তোমার হর্ষ জাগে, শরণ তুমি দাও। [২৪]

১০।৪।৫৮
হাওড়া

—:০:—

বিশ্ব বাউল

আমার প্রাণের একতারাতে বাজেনা সে সুর।
তাই কি তোমার প্রেমের প্রকাশ এমন সুমধুর ?

অযুত বীণার তারে তারে,
তোমার বাণীর অঝোর ধারে
গুঞ্জরিয়া নিত্য ওঠে বিশ্বভুবন পুর।

বিশ্ব বাউল, সুরের সাধক,গানের গুণরাজ !
বিশ্বগানের সুরের পরশ সফল হ'ল আজ।
নটরাজের নৃত্য লীলায়
মর্ম-সাগর কর্ম-দোলায় ;
সেই নাচনে মত্ত হ'য়ে দ্বিত্ব হউক দূর। [২৫]

—:০:—

আমার প্রাণের ব্যাকুল বেদনা হৃদয়ে কি তব বাজে।
সেযে কী যাতনা তুলনাহীনা হুতাশন সম রাজে ॥
তুমি তো ফেলিছ নয়নের জল,
নিভায়ে ফেলিবে ব্যথার অনল ;
আমার পরাণ আকুল করিছে
মহাশূন্যের মাঝে ॥ [২৬]

—:০:—

প্রেমের ঠাকুর

পরাণ যখন কেঁদে বেড়ায়
নিঝুম রাতে সন্ধানে।
তখন আমার প্রেমের ঠাকুর
কোথায় তুমি কোন্‌খানে ?

ভাবি তোমায় নিখিল ধরায়,
ব্যথায় ভরা বাদল ধারায়
সারা ভুবন খুঁজে বেড়াই
বৃথাই শুধু বন্‌পানে।

বিশ্বমাঝে তোমার দেখা মিল্‌লো নাকো।
কেন আমায় পথ দেখায়ে নাহি ডাকো ?
ভুলেছিলেম্ আমার কাছে
সঙ্গী হ'য়ে সঙ্গে আছে
ঘরছেড়ে মোর বাইরে যাবার
ফল পেয়েছি আপন প্রাণে ॥ [২৭]

—:০:—

তব হৃদয়ে মোরে লহ-গো তুলি'।
জীবন জ্বালা চাই যাইতে ভুলি'।

কত পাপী তাপী ও-পদ ছোঁয়ায়
মুক্ত হয়েছে নিখিল ধরায়
অধম সন্তানে,
কৃপা-কণা দানে
জ্ঞানের সন্ধানে
দাও নয়নের বন্ধন খুলি'।

যোগ-যাগ-ধ্যান, পূজা ও আরতি
কিছু নাহি জানি, অতি মূঢ়মতি !
দয়া করি', ওমা !
সন্তানেরে ক্ষমা
কর হর-রমা
খুলে দিয়ে মোর চক্ষের ঠুলি ! [২৮]

—:০:—

নয়নাভিরাম

নয়ন থাকিতে নয়নে এলেনা, নয়নের অভিরাম।
হৃদয় থাকিতে হৃদয়ে এলেনা, হৃদয়ের গুণধাম।
যে মুরলী ধ্বনি শুনিতে অধীর,
সে শ্রবণ আজি হয়েছে বধির,
কোথা শ্যামশশী, কোথা বনমালী, কোথা বঙ্কিম ঠাম ?
চরণ যুগল অবশ, বিকল,
অভিসারনিশি হ'ল যে বিফল,
শরণাগতরে কৃপা করো প্রভু, মিটাও মানস কাম ॥ [২৯]

—:০:—

অভিসারী

ফিরি পথে পথে দিবস নিশাতে
আমি তব অভিসারী।
আমি যে গো পথচারী ॥
গাহি তব জয় গান,
ভ'রে ওঠে মন প্রাণ
আকাশে বাতাসে দূর পরবাসে ধ্বনিছে সে বাণী মনোহারী।
হিয়া-বিমোহন কারী ॥
চলি একা পথ বাহি'
দূর পানে শুধু চাহি'
ভাবি তুমি যেথা, সেথা তুমি নাই
নব-নব লীলাকারী।
তুঁহুঁ মম অনুসারী। [৩০]

হাওড়া

—ঃ০ঃ—

এ ধনের আমি ভিখারী নহিগো, ভিখারী পরম ধনের।
দুহাত বাড়ায়ে চাহিয়া রহিগো সুযোগ চরম ক্ষণের ॥
জানিনা কখন হৃদয়ের আশ,
মিটিবে মনের চির অভিলাষ,
তোমার কৃপার নির্মল ধারে ঘুচিবে কালিমা মনের ?
গৈরিক চীর ধটিখানি মম তুলিয়া লয়েছি কটিতে।
তব নাম বিনা আন্‌বাক কিছু দেয়না রসনা ফুটিতে।
স্মরণে, মননে, নিদিধ্যাসনে,
অরূপ রূপের জ্যোতি ব'য়ে আনে
হৃদয় আমার উদার করহে, মিটাও কামনা মনের ॥ [৩১]

—ঃ০ঃ—

সৃষ্টি রহস্য

(১)

জগৎমাতার আসন পাতা　　বিশ্ব জোড়া ভুবন পরে।
সারা নিখিল অঙ্গ যে মার　　ধরতে চরণ আকাশ নারে ॥
চাঁদ, ধরণী, তারা, ভানু
এরা মায়ের চরণ রেণু,
নীহারিকায় অলক মায়ের　　উড়ছে সুদূর দিগন্তরে ॥
একটু কাঁপায় প্রলয় গুরু
তারায় তারায় আঘাত সুরু
নীল আকাশের সুদূর দূরে　　যেথায় মাতা সৃজন করে ॥
[৩২]

—:০:—

(২)

আলোর দেশে জননী মোর রচেন ব'সে জড়ের স্তূপ।
সেথায় মাতা দীপ্তি হ'তে সৃষ্টি করেন বস্তুরূপ ॥
নীহারিকার অনেক দূরে,
ভাবের অতীত অচিন পুরে
রশ্মিরাশি পুঞ্জ ক'রে জ্বালান্ যেন ধোঁয়ার ধূপ ॥
হেথায় মোরা দহন জ্বালি' সৃজন করি আলো ;
কত দারু, তৈল নাশি', কত কয়লা কালো।
তাইতো ক্ষীণ কিরণ মালা
গভীর আঁধার করে আলা,
সৃষ্টি মাঝে ধ্বংসলীলা, বিনাশেতেই সৃষ্টিকূপ ॥　　[৩৩]

—:০:—

অজন্তা

অজন্তা ! অজন্তা !
স্মৃতির বিজয়ে উল্লাস তব, তুমি চিরবসন্তা ।।

পাষাণের বুকে প্রাণ শুধু নাই রহিয়াছে আর সবি ;
ঐতো সুজাতা তণ্ডুল হাতে বুদ্ধ প্রসাদ লভি' ।
ঐতো পড়েছে বোধিদ্রুম ছায়া
তলেতে আসীন অতি ক্ষীণ কায়া
প্রসন্নমুখে কয়ে যান সেই শাশ্বত চির-পন্থা ।।

মহামানবেরে ধরিয়াছ হৃদে, ধরিয়াছ তাঁর লীলা,
সাধনারে তাঁর অমর করেছ, শিল্পী অন্তঃশীলা ।
লীলারূপ তাঁর মূক হ'য়ে রাজে
কবির পরাণে কত গীতি বাজে
কালের গতিরে করেছ স্তব্ধ, তুমি অতীত হন্তা ! [৩৪

দক্ষিণেশ্বর
৩১।১২।৪২

—:০:—

(২)

অজন্তার গিরিগুহা পথে অই।
স্মৃতির সুরভি ভেসে আসে ক্ষণে ক্ষণে মূরতি বিরাজে কই ?

অনাদি যুগের রূপের পশরা বহি'
স্বপনলোকের রূপসীরা সব কালের যাতনা সহি'
দাঁড়ায়ে রয়েছে নানা রূপে নানা ছন্দে,
কভু হেলে', কভু নীবিবাস কটি বন্ধে
মুক্ত হৃদয়ে, কমল করেতে তবু নহে প্রাণময়ী ॥

কবির কবিতা মূরতি লভেছে, শিল্পীর কলা-গান
তথাগত-লীলা ছন্দ লভিয়া চলিয়াছে ধরি' তান
বুদ্ধকাহিনী রূপায়িত হ'য়ে পাষাণে
ভ্রূকুটি হেনেছে নিষ্ঠুর কাল-শাসনে
সবি পড়ে আছে, প্রাণ শুধু নাই, তাই কাল চিরজয়ী। [৩৫]

দক্ষিণেশ্বর
২।১।৪৩

—:০:—

মাতৃস্থান

চিরবাঞ্ছিত স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী মাতা, মাতৃস্থান।
তাঁদের গর্ব ঊর্ধে রাখিতে বুকের রক্ত করিব দান।

কোথা রাজপুত, কোথায় মেবারী ?
মারাঠা, ডোগরা, জাঠ, প্রতিহারী ?
রাঠোর, চৌহাণ ধ'র তরবারি
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া উদীচীর পথে রণাভিযান ॥

জীবন দানের গৌরব গাথা
ভারতের বুকে আছে চির গাঁথা,
কত না শহিদ, কত প্রাণদাতা,
বীর পদ ভরে চরণ ফেলিয়া সম্মুখে চলে নওজোয়ান।

এক সুরে গাহি ভারতের জয়
কোনো অরাতিরে করি নাকো ভয়
হনিব শত্রু, আনিব বিজয়,
কামান, বিমান পাঠাও ত্বরিত, ট্যাঙ্ক, বন্দুক, মেশিনগান॥ [৩৬]

রামচন্দ্রপুর
১৯৬২

—:০:—

প্রেম

প্রীতি

ঋতু

স্মৃতি

মধুযামিনী

মধু যামিনী, আজি মধু যামিনী।
উতল উৎসব উল্লাস-উন্মত্ত পুর ভামিনী।

ভয়-বিহ্বল শঙ্কা ত্রাস শূন্য,
উদ্দামানন্দ-উচ্ছাস পূর্ণ,
স্মের যৌবনী বিদূরিত পুণ্য,
অম্বরে ঝলকিত দামিনী।

অম্বর সম্বরে আজি উদ্‌ভ্রান্ত,
ব্যস্ত ব্যাকুলিতা সন্ধানে কান্ত,
সঙ্গমে বিদূরিত অন্তর ধ্বান্ত,
বিশ্রান্ত, প্রমোদিত কামিনী। [৩৭]

জুলাই ১৯৩৩
হাওড়া

—:০:—

সরস অধরা, হরিণী নয়না কুসুম পরী।
সোনালী স্বপন রচেছ অলকে যতন করি'।

রক্ত-অলক্ত-সিক্ত অধর ধনু,
গন্ধ-প্রলিপ্ত-দীপ্ত কান্ত তনু
শিয়র সমীপে এনোনা চকিতে চিকন করি'।

তপ্ত-প্রদৃপ্ত মত্ত প্রতান দানে
প্রেম-শৃঙ্খলাবদ্ধ নিরুদ্ধ প্রাণে,
হেনোনা নিদয়া যৌবনানলে দাহন করি'। [৩৮]

অটোয়া
জুলাই, ১৯৪৯

—:০:—

এস কামিনী কুসুম কাননে।
মোরা যামিনী করিব ভোর,
আঁখিতে র'বে না ঘোর,
মধু-জোছনা যাপনে ॥

এলায়ে পড়িছে কেশ,
শিথিল হতেছে বেশ,
সোহাগ প্রীতির রেশ
ভাসিছে স্মিত আননে

বসন মানে না বশ,
হতেছে তনু অবশ,
অধর ক্ষীণ, বিবশ
মধু জোছনা প্লাবনে। [৩৯]

—:•:—

আজি স্নিগ্ধ বিমল জোছনা।
নয়ন কোণের অশ্রুসলিল অঞ্চলে কেন মোছনা ?
আজি পুলক-প্লাবন ধরণীতে ;
মনের মানুষ প্রেম তরণীতে
প্রসারিছে বাহু তুলে নিতে
তুমি কি কিছুই বোঝ না। [৪০]

প্রভাতের আকাশের কণ্ঠে শুনেছ কি গম্ভীর মুলনাদ ?
রজনীর তমসার অন্তে একখানি বঙ্কিম ফিকে চাঁদ।

বিকশিত ফুলবনে বিহসিত তপোধন,
উদ্গীত সামগানে মুখরিত তপোবন
বিহগের কাকলীর উত্থান, তন্দ্রালু ধরণীর প্রতিবাদ।

দেবযানী হয়নাকো উপবনে উৎসুক ;
কচে তারা চিনিয়াছে মনে তার নাই সুখ ।
আনমনে ফুলতোলে কাননে, জানে পাতা ভুবনেতে প্রেমফাঁদ। [৪১]

২৫।৪।৫৯
হাওড়া

—ঃ০ঃ—

মন আমার বলে গো আকাশে ধাই।*
কুসুম সুবাস বাতাসে পাই।

তটিনী উঠিছে চঞ্চলিয়া,
কঠিন বাঁধন যায় খুলিয়া,
ফেনিল মেখলা দেয় দুলিয়া,
কণ্ঠেতে কম্বুর কণ্ঠি দোলাই।

মেলেছে পাখনা ভ্রমর অলি,
কুসুম বীথির ঐ কুঞ্জগলি ;
ব্যাকুল ফুটিতে প্রসূন-কলি,
পথিক-প্রিয়েরি পরশ পাই

মাধবী মাসের মধুবায়ে
মনের মানসী চপল পায়ে
সুরভি-সিঞ্চিত কুঞ্জছায়ে
চরণ শিঞ্জিনি শুনিতে পাই ॥ [৪২]

কুইবেক
জুন, ১৯৪৯

* I am in love with an wonderful guy

—ঃ০ঃ—

আজি পঞ্চদশী, আজি পঞ্চদশী !
চন্দ্রকলা আজি ভরা ষোড়শী।

কি মায়া আনে, মেঘ-স্বপনে ?
আলোর মেলা, আজ শ্রাবণে ;
মনের বনে,
সঙ্গোপনে
মাতন তোলে ক্ষণে ক্ষণে,
আজ রজনী সফল হ'ল মেঘ-মেখলা ধরায় খসি'।

শেফালিকাতে গাঁথা যে মালা,
কামিনী ফুলে সাজায় ডালা ;
এই অবেলা—
কোন্ সে বালা
আনিল ব'য়ে বরণ ডালা ?
সফল হ'বে সব সাধনা আসিলে ফিরে হৃদয়-শশী। [৪৩]

হাওড়া
মে, ১৯৫৩

—:০:—

কেমন ক'রে কইবো বলো সেই কথাটি আজ ?
যে-কথাটির কথার খোঁটায় দিলে আমায় লাজ।

যে কথাটী কুঁড়ির কানে
ভ্রমর শোনায় গোপন গানে
যে-কথাটী প্রিয়ার পাশে কহে প্রেমিক রাজ।

যে কথাটি মলয় হাওয়ায়
ফাগুন-ফাগে ভুবন ছাওয়ায়,
যে কথাটি কইতে রাধা পরে বাসক-সাজ। [৪৪]

হাওড়া
জুলাই, ১৯৫৩

—০ঃঃ০—

তোমার বুকের কাছে এমন ক'রে ডাক্‌লে আমায় প্রিয় !
মৃদু পরশ দিয়ে হাসির কুসুম ফোটাও রমণীয় ।
মনের কথা হয়তো গোপন র'বে ;
তপন হ'য়ে উঠ্‌বো তোমার নভে ,
বিদায় বেলায় কোমল করের পরশখানি দিও ।

সোনালী কেশ বশ মানে না মোটে ;
মলিন কেন আরক্ত রাগ ঠোঁটে ?
অধর-আঁখি মুকুর-সাধন দিয়ে মুখর ক'রে নিও । [৪৫]

নিউইয়র্ক
সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

—:০:—

চামেলি চাঁদোয়ায় শিথিল শিথানে
ঘোমটা-খোলা কোন্‌ পরী ।
যামিনী জোছনায়, বিটপী বিতানে
অলস্‌ ঘুমে বন্‌-পরী ॥

আকাশে মেঘ ভেসে যায় ;
নদীতে চাঁদ হেসে যায় ;
দোয়েলা দোল খেয়ে যায় ;
কোয়েলা গান গেয়ে যায় ;
ফাগ্‌ ফাগুনে আগুন ছড়ায়
পলাশ ফুলের মঞ্জরী ॥ [৪৬]

হ্যালিফ্যাক্স
আগষ্ট, ১৯৪৯

—:০:—

নিঝুম রাতে এলে কেন
ওগো আমার স্বপন-প্রিয়া ?
এ অবেলায় তোমায় আমি
ভূষবো বলো কী মোর দিয়া ?

চাঁদ-তারকা নেইকো নভে
তাই ব'লে সব বিফল হ'বে ?
কোকিল-কবি নীরব আজি
ডাকছে না আর পিউ-পাপিয়া :

নাইবা হ'ল চাঁদনী রাতি ?
কাজ কি জ্বেলে মোমের বাতি ?
আমার বুকে স্থাপন করো
তোমার পেলব কাঁপন হিয়া। [৪৭]

হাওড়া
এপ্রিল, ১৯৩৩

—:০:—

নিয়ে যেয়ো নাকো সেথা, আমি যাবো নাকো আজ !
হেথা ব'সে কহ কথা, খুলে ফেলো ফুল-সাজ।
খুলে ফেলো ও কবরী
চাঁপাকলি যাক্ ঝরি'
মুছে ফেলো রাঙা ঠোঁটে আঁকা-রঙে দেয় লাজ।

চল মোরা বসি গিয়া অদূরেতে শিলাসনে,
আকাশেতে চাঁদ হাসে, পিক ডাকে কুহু স্বনে ;
এস বসি পাশাপাশি,
হৃদয়ের কাছে আসি'
হাতখানি রাখো হাতে জোছনায় দেখি তাজ। [৪৮]

হাওড়া
২৭।২।৪৯

—:০:—

একলা এসে দাঁড়িয়ে আছি দুয়ার পাশে
নাইকো দুয়ার খোলা !
ভাবনা মনে, হয়তো গেছে সুদূর বাসে
তাইতো শিকল তোলা।
দূর হ'তে আমি দেখেছি অভুল ঐ বাতায়ন ফাঁকে
ফুল্ল আলোয় ঝলমল করে তোমার ফটোটি তাকে।
সুর ঝঙ্কার ভেসে আসে ধীরে ধীরে,
আমি ধ'রে নাড়ি দরজার কড়াটিরে
শঙ্কায় কাঁপে অন্তর মন অসীম ত্রাসে
—অকারণে দেয় দোলা।

চলে গেছে সে যে অদূরে দেখায়ে তোমার ভবনখানি
ভাবি মনে মনে ভুল ক'রে কিগো দুয়ারেতে কর হানি ?
পথের পথিক ডাকে ফিরে বার বার
ভিতর হইতে সাড়া পাওয়া হ'ল ভার
মিলনের ভেলা কালের স্রোতেতে সুদূরে ভাসে
শঙ্কিত পথ-ভোলা। [৪৯]

হাওড়া : জানুয়ারি, ১৯৬১

—০ঃঃ০—

ললাম দিল কে ললাটে, ললনা !
অধরে হাসিটি, নয়নে ছলনা।

মিছে মরি খুঁজি-খুঁজি'
আজো উঠি নাই বুঝি',
(ওগো) বলো মোরে সোজাসুজি
গোপন রেখেছ কি কথা বল না [৫০]

রেওয়া : ১৯৫৪

—ঃ০ঃ—

অয়ি শ্যামলী শবর-কন্যা !
তব নিটোল কালো অঙ্গ ঘেরি' যৌবন হয়েছে ধন্যা।

তব কুন্দফুলদন্ত শোভা হাসির পলকে
মেঘের কোলে ক্ষণপ্রভা হঠাৎ ঝলকে ;
কৃষ্ণ ঘন অলক মূলে,
রুধির-রাঙা জবার ফুলে,
মৃণালভূজের দোদুল দোলায় জাগায় প্রেমের বন্যা।

চির-যৌবনী কন্যা তুমি রূপের আলয়ে !
নৃপ শান্তনুরে ভাসিয়েছিলে প্রেমের প্রলয়ে।
নিরাভরণ তনুর তীরে
কী মোহিনী জড়ায় ঘিরে ;
মহুয়া বনের শ্যামলা মেয়ে প্রেমিকাবরা গণ্যা, [৫১]

রূঢ়কেলা
জুন, ১৯৫৭

—:০:—

জয়ের ধ্বজা উড়িয়ে যখন এলে
কুসুম-ঘেরা বিজয়-তোরণ ফেলে।
দ্বারে দ্বারে শঙ্খ ওঠে বাজি',
পুরনারী আনন্দেতে সাজি',
পুলক জাগায় লক্ষ প্রদীপ জ্বেলে।

কুঞ্জবনে একাকিনী গাঁথি ফুলের মালা
তোমায় স্মরি' চয়ন করি কুসুম গন্ধ-ঢালা
থামলে যখন আমার ভবন তলে
দিলেম্ মালা, পড়ল তোমার গলে
চাইলে চোখে উর্দ্ধে নয়ন মেলে। [৫২]

হাওড়া ২৫।৭।৫৩

—:০:—

কথা দাও, কথা ক'বে না।
কোন কথাতেই র'বে না।

কথা বাড়ালেই কথা বেড়ে যায়,
জল নাড়ালেই পলি নেড়ে যায়।
কথা কি যে বল অকারণে,
কথার ঊর্মি তোলা সমীরণে।
কথার পরশ সেযে স'বে না।

বাণী-হীন আমি চেয়ে র'ব নীল নভে,
অরূপ রূপের আরতি যেথায় লভে
অশ্রুত বাণী যতদিন নাহি পাই ;
গভীর ধেয়ানে দেবতার পথ চাই,
—কভু আর দেখা হ'বে না। [৫৩]

হাওড়া ১।৬।৬২

—:০:—

পথিক-বনিতা চুপি চুপি চলে নরপতি-পথ ধরি'।
বিজুলী জ্বালাও জীমূতবাহন মন্দ্র শাসন করি'।

রমণ-বসতি চলিয়াছে তা'রা
বহি' অসহায় জীবনের ধারা ;
দেখায়ো তাদের দামিনী দমক
পথে অমা বিভাবরী।

উদার-হৃদয়, ওগো জলধর !
দয়ার সাগর, করুণা নিঝর !
তোমার কুলের গৌরব-জ্যোতি
বিকাশো আকাশ ভরি'। [৫৪]

ভূপাল : ৭।১০।৬২

—:০:—

শিবিরে বিরাজে স্বয়ম্বরা।
বিকচ কুসুমে ফুল্লধরা।

আকাশ চাঁদের টিপ পরিয়া সুখে
হাসিয়া ভাসিয়া যায় তটিনী বুকে
পদযুগ ধ'রে আছে নীলাম্বরা।

সুরভি বহিয়া আনে মলয়ানিলে
নীপ শাখে পিক ডাকে পাপিয়া
বসন্ত-নন্দিত বসুন্ধরা। [৫৫]

রূঢ়কেল্লা
মে, ১৯৫৬

—:০:—

কেন বাজালে বিষের বাঁশী ?
কেন পরালে প্রেমের ফাঁসি ?

কেন চকিতে রূপের চপল শিখায় ;
কেন হরিণী-হারিণী লোচন লিখায়,
কেন কামনা কুটিল সতত শিখায়,
কেন ছড়ালে বাসনা রাশি ?

কেন ক্ষণিক খেয়ালে ক্ষুব্ধ ব্যথিত ?
কেন ঝড়ের মাতনে হৃদয় মথিত ?
কেন শৌর্য বীর্য সাহস নমিত ?
কেন যায় যে শকতি ভাসি' ? [৫৬]

—:০:—

মিনতি মোর রাখো সখি এই নিরালা ফুলের বনে।
চাঁদের হাসি পড়ছে ঝরি' তোমার ডাগর আঁখির কোণে।
পথের পাশে যূঁই করবী
মনের কথা কইছে সবি ;
বেল চামেলির মিষ্টি সুবাস আসছে ভেসে সকল ক্ষণে।

কোকিল-কবি কয় যে কথা কামিনীর ঐ শাখে,
মলয় হাওয়া ব'য় যে ধীরে শিউলি শাখার ফাঁকে,
বয় যে নদী অলস টানে,
নীরবতার গভীর গানে
তোমার আমার মনের বাণী মিলন মাগে সঙ্গোপনে। [৫৭]

—ঃ০ঃ—

গাঁয়ের মেয়ে এলিয়ে চলে চিকন কালো চুল।
আলের পথে চুপড়ি মাথে তুল্‌তে শালুক ফুল।

সুডোল তার শ্যামল হাতে নেইকো শাঁখের শাঁখা,
শিরেতে তার নেইকো বসন, চলন আঁকা বাঁকা,
কপালে তার টিপ সিঁদুরের, কানে ফুলের দুল।

সুমুখে তার সরস উরস স্পর্ধা জানায় ভারী ;
দুল্‌কি চালে উথলে পড়ে টিয়া-রঙের সাড়ী
জঙ্গীপাড়ার খিঙ্গি মেয়ে নাই জানা ও'র কুল।

সুনীল চোখের নীল সায়রে কি আছে ওর মায়া
মনের মৃগ মোহিত হ'য়ে পিছন করে ধাওয়া ?
বল্‌বে তা'রে দেখলে পরে—নাইকো সমতুল। [৫৮]

হাওড়া
৮।১১।৩৫

—ঃ০ঃ—

বিজন বীথিকায় আমরা দুজনে
প্রেমের গীতিকা গাহিব বিজনে।

দোঁহে দুঁহু গায়ে পড়িব ঢলিয়া,
গোপন বাণী যত চলিব বলিয়া,
সরম-ভয়-লাজ,
লুকানো যত কাজ
রবেনা বাধা কিছু দুঁহুকো ভজনে।

আমার গাঁথা মালা, পরাব তব গলে ;
পরায়ে দিব চুমা কোমল হেম-ভালে।
তোমার গাঁথা মালা
ভুলোনা দিতে বালা
পরায়ে নিজ হাতে আপন সুজনে। [৫৯]

—ঃ ঃ—

শুষ্ক হিয়ার কুঞ্জবনে
কে এলে গো সঙ্গোপনে ?

মন্ বীথিকা মুঞ্জরিয়া
কোন্ গীতিকা গাইলে প্রিয়া ?
সেই গীতিকায় স্নিগ্ধ হ'ল, দিল্ সাহারা সেই-সে ক্ষণে।

আঁধার প্রাণের আজ দেওয়ালী।
আমার প্রাণে তুই দেওয়ালি
দীপ্ত আলোর অনল শিখায় শুভ্র ক'রো আমার মনে। [৬০]

—ঃ০ঃ—

শালুক ডাঁটার মালা গলায়, লকেট শালুক ফুলে। (গো)
ধুতরো জবা গোঁজা কানে, চিকন কালো চুলে। (গো)

নধর কালো চিকন তনু,
পিঠে দোলে বর্শা ধনু
সাঁওতালী এক গাঁয়ের ছেলে বেড়ায় নদীর কূলে। (গো)

উথল হাসির হররা তোলে সাঁওতালী সব মেয়ে!
মহুয়া ফুলের মধুর নেশা জড়ায় আঁখি ছেয়ে।
সাঁওতালী ঐ রাখাল-ছেলে,
বর্শা ধনু ভুঁয়ে ফেলে,,
মাদল বাজায় সামনে হেলে সুরের লহর তুলে। (গো) [৬১]

—ঃ০ঃ—

তোমার নয়ন বহ্নি-শিখায় কী দাহন আছে জানো?
আমার প্রাণের পাত্র উচ্ছলিয়া প্রেমের বন্যা আনো।

মধুর হাসিটি মুখর অধর কোণে
উৎস তাহার আছে কি গভীর মনে?
বেপথু অধরে অবসান যদি তার বৃথাই বাহুতে টানো।

সুমুখে বিশাল নদী তুহিনেতে আছে ঢাকা,
দেবদারু তরু ফাঁকে উজলি' উঠেছে রাকা।
স্মরণের মত নাইকি তোমার কিছু?
চিহ্ন রহিবে অমর হইয়া পিছু?
অজানা পথিক এসেছিল তব কূলে, ভাগ্য বলিয়া মানো। [৬২]

টরণ্টো ১।২।৪৯

—ঃ০ঃ—

যে পথে চলি নিতি আমার পরিচয়
জানেগো জানে সবে, জানো না, নিরদয় ?

পথের কাচি তৃণ জানে গো জানে মোরে ;
পাশের নীপতরু আমারে ভাল ক'রে।
শাখার চখাচখি
করে যে ডাকাডাকি।
ওপথে নাহি গেলে ফুকারি' কুহু কয়।

বীথির রাঙা ধূলি জড়ায়ে পায়ে পায়ে,
চিনি গো চিনি, বলে বকুল ছায়ে ছায়ে।
দীঘির হেলাগুলি
জলেতে মুখ তুলি'
চিনি গো চিনি, বলে, কেন এ অভিনয় ? [৬৩]

দক্ষিণেশ্বর ১৯৪৪

—:০:—

তোমার উথলে-পড়া হাসির ঝলক থামাও সুন্দরী।
তোমার ঠিক্‌রে-পড়া অশ্রু-মানিক থামাও গান্ধারী।

নয়নেতে আলাপ চলে চটুল খরগতি
জানিনাকো কোথায় আছে তোমার নিজ মতি
তোমার স্তব্ধ করো গতি ক্ষণেক বাহুর বল্লরী।

সহজ করো প্রেমের ধারা, সস্তা করো না
প্রেম পিয়াষীর পেয়ার দিয়ে বস্তা ভরো না
(নইলে) বখৎ বেলায় শকৎ হ'তে পারবে নাকো প্রাণ ধরি ? [৬৪]

ফ্লোরেন্স : ইটালী
৭।১১।৪৯

—:০:—

তোমার ললাটে কুঙ্কুম শশীলেখা কুঞ্চিত সীঁথি কোলে।
আমার মনের কামনা-সাগর কূলে উতলা উর্মি তোলে।

তোমার অসিত যুগল ভুরুর রেখা,
নয়নের কোণে বাঁকা কাজলের লেখা,
ছন্দ-দোদুল লীলায়িত মায়াভরা বাহুলতা মৃদু দোলে।

ললাটের ঐ রক্ত চন্দ্রলেখা হানে অতনুর ফুলশর
কাজল রেখার প্রেম-গাণ্ডীব হ'তে মন-কুরঙ্গ পর।
হেনেছে যে-তীর তার ঘারে কভু বাঁচে ?
তাই তো হৃদয় বুকের শরণ যাচে।
মনের গহনে রক্ত কৃষ্ণচূড়া হৃদয়ের দ্বার খোলে। [৬৫]

দক্ষিণেশ্বর
১৯৪২

—:০:—

বাসর জাগিতে আসিয়াছি হেথা, জেগে রব বিভাবরী।
আসিনি হইতে মধু জোছনায় রাত-জাগা সহচরী। (তব)
ঘুমাতে আসিনি আঁচল বিছায়ে,
ভ্রমিতে আসিনি মন-বন ছায়ে,
দেখিতে এসেছি মনোনীতা তব, প্রেম দেছে কত ভরি'।

তোমার জীবনে মরুতৃষা আমি, কভু আলেয়ার আলো,
মিলন বাসরে দেখিতে আসিনু আজো বাসো কিনা ভালো ?
চমকি' উঠো না মনের আবাসে
বুঝিতে পারিবে নূতন প্রিয়া-সে
আমার নয়নে ফিরিয়া চেয়ো না, কথা গেছে সব হরি'। (মোর)
[৬৬]

দক্ষিণেশ্বর
১৯৪২

—:০:—

আঁচল ভ'রে তোমায় আমি দিলেম কত ফুল।
দেবার আর নেইকো ব'লে উড়িয়ে গেলে চুল ?
দেখে-যা ঐ পলাতকা।
নিবিনে এই রঙন-থকা ?
ঝুমকো ফুলে দেখ্ দেখি তোর হয়কি কানের দুল ?

বিনি-সুতোর বকুল মালায়
দুলিয়ে নে তোর মরাল গলায়
কল্‌কে ফুলে মানায় কেমন দেখি রেশম চুল ?

লীলা কমল মৃণাল সাথে
ভুলিস্ নাকো ধরতে হাতে
শিউলি বোঁটায় ছুপিয়ে তোমার দেবো কি দুকূল ? [৬৭]

—ঃ০ঃ—

আকাশ পারের মায়া মনের গোপনে লাগে।
প্রেমের কুসুম কলি ফুটিছে রঙিন রাগে।

আঁধার রজনীর উজল শুকতারা
যে-বাণী আজো তা'র হয়নি হারা
কেমনে রঙিল মন আবীর ফাগুণ রাগে ?

মেঘের রথে আজি আসীন মন মম
সাগর বায়ু লেগে চাহিছে প্রিয়তম।
দূরের দিশা মম সতত হৃদয়ে জাগে। [৬৮]

হংকং
১৭।৮।৪৮

—ঃ০ঃ—

ঋতু

বোশেখীর কাল হাওয়াতে লাগে দোল তালের বনে।
লাগে দোল আমার মনে, লাগে দোল হৃদয় কোণে।

দুলিছে দোলন্ চাঁপা, দুলিছে ঝাউ করবী,
দুলে যায় দেবদারু হায়, দুলে যায় গানের কবি
শেফালি, ঝুমকোলতা
দুলে কয় মনের কথা।
কাটবে নীরবতায়, যাবেনা ফুল দোলনে ?

তুমি কি একলা বসে ভাসিবে নয়ন-নীরে ?
আলোর ঝরণা ধারা দুলিছে চাঁপার শিরে।
এমন মিলন দিনে
দয়িতে লওগো চিনে ?
দূরেতে রয়ো নাকো, কহিনু সঙ্গোপনে। [৬৯]

—ঃ০ঃ—

নিদাঘের দীর্ঘ দিনান্তে অশান্ত বায়।
সঞ্চরে পল্লী সীমান্তে অশ্বত্থ ছায়।

পূর্ব দিগন্তে ঊর্মি তোলে ;
ধূলির বহ্নি বাঁধন খোলে ;
ঈশান মেঘের ঐ বজ্র রোলে
তরুলতা উন্মূলিতা বেগ-বাত্যায়। [৭০]

—ঃ০ঃ—

ঐ যে বিপুল ঝড়ের বেগে।
নারিকেলের পাতা দোলে, দোলে
মাতাল হাওয়ার পরশ লেগে।

অশথ্ শিরে শিরশিরিয়ে কয় সে পত্রদল ;
উছল হ'ল উতল জলে কমল কোরক দল ;
ভ্রমর অলি ব্যাকুল হ'য়ে যায় সে কোথায় ভেগে।

শিমূল বীজে উড়িয়ে দেছে শুভ্র মনের পাখা।
হাওয়ায় বাঁশী শুনবে ব'লে নয়ন মোদে রাকা
বিজ্‌লী-রাণী চমকে দেখে
ধরায় এল, ক্ষাপা এ কে !
ঈশান কোণের বৈরাগী ঐ তাই চলেছে রেগে। [৭১]

—ঃ০ঃ—

রঙিন ফুলদলে ভরেছে বনভূমি
আকাশে চাঁদ জাগে চামেলি মুখ চুমি'
দীঘির কালো জলে
চাঁদের তরী চলে,
লুকায়ে সাদা মেঘে জানায় মৌসুমী।
উতল বহে বায়ু
শিথিল করে স্নায়ু
কিছু না লাগে ভাল, থাকিলে দূরে তুমি ! [৭২]

—ঃ০ঃ—

বাহিরে ঝড় উঠেছে হ'স্‌নে বাড়ীর বা'র।
আকাশে মেঘ জুটেছে আঁধারী চতুর ধার।

ঝড়েতে তরু মাতাল
আম্‌লকি ডাল আতাল্‌-পাতাল্‌,
ধুলোতে আকাশ ছাওয়া,
যায়না চাওয়া ;
খালেতে পান্‌সি বাওয়া
হ'ল যে বিষম ভার।

না, না, না, হস্‌নে বাহির
বাহিরে করছে জাহির
বিজলি বজ্রসাথে চম্‌কে জেগে ;
আহা-হা কেমন ক'রে
রই যে বন্ধ ঘরে ?
বাগানে পড়ছে ঝরে,
আমের গুটি ডালেতে দোলন্‌ লেগে।
বাতাসের সন্‌সনানি
প্রাণেতে আন্‌ চানানি
দাওগো বাইরে যেতে ঘোচাতে মনের ভার। [৭৩]

হাওড়া
বৈকাল ৫টা ২৯।৪।৬২

—ঃ০ঃ—

আজি বরষা, আজি বরষা।
হৃদি হরষা, ভয়ে ভরসা।
দারুণ তপন তাপ গেল সহসা।

ঝিরি-ঝিরি ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি পড়ে
ধীরি-ধীরি ধীরি-ধীরি পত্র নড়ে
উষর ধূসর ভূমি হ'ল সরসা।

ডিমি-ডিমি গুরু-গুরু প্রলয় ঝড়ে
শাখা-শাখী পাখা-পাখী খসিয়া পড়ে
মেঘের আঁচলে ঢাকা অরুণ-দশা।

কড়-কড় হড়-হড় অশনি বোলে,
গুরু-গুরু ডুরু-ডুরু শিহর তোলে।
নিখিল ভুবন ভরি' ঘোর তমসা। [৭৪]

রাড়কেলা : আষাঢ়, ১৯৫৫

—:০:—

সিক্ত বকুল সুবাসে সুরভিত বনতল।
রিক্ত কুসুম বিলাসে হরষিত চঞ্চল।

অদূরে ঐ হেনা মালঞ্চে ফুটেছে ফুল
তারা-খসে-পড়া ধরণীতলে ঝরে বকুল
উগ্র মদির গন্ধ এলায়িছে কুন্তল। [৭৫]

দক্ষিণেশ্বর : ১৯৪৫

—:০:—

মেঘ মেদুর গগনে
বর্ষণ মুখরিত পবনে
অশান্ত অশনি গর্জে।
শীতান্ত সন্ধি সন্ধ্যায়
কুসুমিত রজনীগন্ধায়
অকালে দেবতার বর যে।

বেণুবন মাতামাতি উতরোল বাতাসে
শালবন দেয় পাতা প্রতিকূল হতাশে
গগনেতে নাহি আজি চন্দ্রা,
বরষণ নাহি মানে তন্দ্রা,
মন আজি নাহি মানে তর যে [৭৬]

—:০:—

অপরূপ ছন্দে
এ কোন আনন্দে
রৌদ্র জলের খেলা।
জীমূত রন্ধ্রে
মেঘ অলিন্দে
সূর্য করের মেলা।

মহাবাত্যায় ঘূর্ণিপাকে
লাগে হিল্লোল চম্পাশাখে
নৃত্যের ছন্দে
মিলনে দ্বন্দ্বে
রক্তিম সন্ধ্যাবেলা। [৭৭]

—:০:—

একাত্ম

বর্ষণ-সিক্ত শ্যাম বনাঞ্চল প্রান্তে।
ঘন শ্রাবণ ধারা পততি নিশান্তে।
একি অপরূপ
হেরি তব রূপ
সলিল-ক্ষিতি-পবন মেঘল দিগন্তে! [৭৮]

সুবনেকেভী : ১৯৪৯

—:০:—

লোহিত হরিতে,
সলিল সরিতে,
বিভূতি তব।
আকাশ সুনীলে,
প্রলয় অনিলে,
মিনতি নব।

দারুণ প্লাবন বালুকা বেলাতে;
প্রখর পবন মিলন মেলাতে।
বিটপী বিজনে,
কোকিল কূজনে
মুকতি লভ।

অশনি নিনাদে মেঘের কোলেতে;
বিজলী চমকে গভীর বোলেতে;
পাদপ চঞ্চলে
বনের অঞ্চলে
গরজি' নভ। [৭৯]

ইনগোনিশ : ১৯৪৯
নবস্কোসিয়া

—:০:—

বাহার

অকালেতে পড়ে ঝ'রে আকাশের কান্না।
লেগেছিল কিছু ভাল, আজ বলি আর্ না।

চুপ করো, থামো আজ ;
কেঁদে বলো কিবা কাজ ?
যক্ষেরে স্মরি' বুঝি অশ্রুর এ ঝরণা।

মেঘে আজি জানে সবে, ধারাধার সিন্ধু ;
নয়নেতে নাহি মোর সলিলের বিন্দু।
রামগিরি দূত আমি
আনিয়াছি তব স্বামী
সন্দেশ বহি' আজি নাহি কিছু ভাবনা। [৮০]

পান্না : ১৯৫৪

—:০:—

মৃদুল সমীরে দোলে শাখা, দোলে শাখী
গগন গভীরে দোলে রাকা, দোলে পাখী।

মধুর প্রভাতে দোলে আনন্দ,
সুনীল শোভাতে কুসুম-গন্ধ,
উজল বিভাতে নয়নানন্দ
বাঁধে হৃদে প্রেম-রাখী।

আনন্দ ভরে মেঘের পালকে,
জড়িমা ভাঙে উষার আলোকে,
আনন্দময় নিখিল ভূলোকে
প্রেমনীরে ঝুরে আঁখি। [৮১]

দক্ষিণেশ্বর :
২১।১০।৪৭

—:·:—

সাগরের ঢেউ নেচে যায়,
নেচে যায়, রাঙা মাটির তটে।
আকাশে বাজ ডেকে যায়,
ডেকে যায়, কালো মেঘের জটে।
নয়ন সজল কারু
দুলিছে দেবদারু
স্প্রুসেরা সার বেঁধে কয়,
বেঁধে কয়, নাইকো স্বস্তি মোটে।
পবন মত্ত বোলে
বিরাট মাতন তোলে,
ধূলির ঝড় বয়ে যায়,
ব'য়ে যায় সন্ধ্যা গগন পটে। [৮২]

ট্রুরো: মে ১৯৪৯

—ঃ০ঃ—

হিম চন্দ্রস্নাত তুহিন-ঢাকা সুপ্ত-ধারা।
উপল পায়ের স্রোতের ধারা—স্তব্ধ-করা।
নিদালি রাতের স্রোতস্বিনী।
কৈলাস কিরীট প্রস্রবিনী
তটেতে তরুর শাখা—পত্র-ঝরা।

জেগেছে শ্যামের সমারোহে
পল্লব মুঞ্জরে মহীরুহে
পুলক হিল্লোলে ফুল্ল মহা, বসুন্ধরা। [৮৩]

হ্যামিলটন ঃ নভেম্বর, ১৯৪৮

—ঃ০ঃ—

চুরাম

পান্থ আজি যায়নি ফিরে।
কুসুমী বায়ু বহে বনানী ঘিরে।

চঞ্চলতা জাগে ছন্দে, গীতে,
পল্লবে, অঙ্কুরে, বন্যশ্রীতে,
উতল বাতাসে,
দুলিছে হতাশে
মাধবী, মালঞ্চ শিরে।

মদির সৌরভ বীথিকা বনে,
শ্যামল গৌরব সবুজ তৃণে।
বসন্ত আসিছে,
অতনু হাসিছে,
কোকিল কূজিছে ধীরে [৮৪]

হার্ভার্ড : ১৯৪৯

—:০:—

স্মৃতি

বিদায়ের দিনে স্মরণের বীনে বেদনার সুর বাজে।
নয়নের নীরে মুকুতার রাশি মালা হয়ে যেন রাজে।
বিরহের নিশি হবে জানি ভোর
কেটে যাবে ধীরে বিষাদের ঘোর
ব্যথিত হৃদয় ভুলিতে পারে না যতই থাকি না কাজে।

হে দেবতা, আজি নিয়ে গেছ হ'রে, মোর হৃদয়ের ধন!
গভীর নিশীথে গোপনে আসিয়া চতুরের আচরণ।
কেন মোর 'পরে হেন অবিচার ?
নিদারুণ বিধি! এই কি বিচার ?
তোমার অসীমে বিনাশ নাহি গো, শুধু রাজে নব সাজে। [৮৫]

কেন পড়ে গো মনে তাহারি কথা ?
স্মরি' সে স্মৃতি পরাণে ব্যথা।
যায়, যাহা যায়, শুধু চলে যায়,
তবু কেন হায় ! রহে স্মৃতি-লতা।

মোর হিয়া মাঝে তা'রি প্রেম-মালা
কাঁটা হ'য়ে ফুটে কেন হানে জ্বালা ?
সুখের সময় শুধু মনে হয়,
সে ছিল আমার প্রেম অনুরতা। [৮৬]

দক্ষিণেশ্বর ১৯৫৬

—:০:—

জীবনের খেলাঘর ভেঙে দিছি বহুদিন
(শুধু) একদিন চেয়ে থাকি।
জীবনের লেন-দেনে হইয়াছে বহুঋণ
(শুধু) জমিয়াছে বহু বাকী।

আশার মুকুল ঝরিয়াছে কোরকেতে ;
খেলার ভেলাটি হারায়েছে খরস্রোতে ;
তবু কেন, হায়, একা বসে নদীতীরে—
(শুধু) বেদনায় ঝুরে আঁখি।

স্মৃতির সুরভি রেখে গেছ মোর তরে,
গান থেমে গেছে, যায়নিকো রেশ ম'রে
বীণা নিয়ে কাঁদি নিরজন নিকেতনে
(শুধু) বিরহেরে দিতে ফাঁকি। [৮৭]

কলিকাতা, ১৯৫৭

—:০:—

কেন তুমি এলে আজি বিদায় বেলা,
যবে ফুরায়েছে প্রাণে ফুলের মেলা ?
সুখনিশি হ'ল ভোর
বাসি হ'ল ফুল-ডোর
কেন মিছে আঁখি লোর
আজিকে ফেলা ?

জীবনের খেলাঘরে যবে বেজেছিল বাঁশী,
মিলনের উৎসবে যবে উছলিত হাসি,
বিরহের বালুচরে
চখাচখি কেঁদে মরে
মায়া মরীচিকা পরে
ভাসাই ভেলা ? [৮৮]

কলিকাতা, ১৯৫৭

—:০:—

সকল গঞ্জনায় তুমি যে সান্ত্বনা।
নিখিল জগজন করুক বঞ্চনা।
কত না কাঁদিবে, কত যে কাঁদাবে ?
বুকে ধ'রে পরে বিষম বাধাবে।
চকিত আঁখি লোরে
ভুলালে তুমি মোরে,
যেন না যাই ভুলে তোমার প্রার্থনা।

বেদনা যত গুরু লাগিবে অন্তরে,
কামনা তত ভীরু জাগিবে মন্তরে।
বিধুর বেদনায়
হৃদয় ভ'রে যায়,
কভু না যেন ত্যজি' তোমারই বন্দনা। [৮৯]

—:০:—

বিদায় বেলা কওনি তুমি কথা।
চোখে ছিল সজল নীরবতা।

করুণ দিঠি নয়ন পানে তুলে
নিবিড় ব্যথা ঘনায় কালো চুলে
শুষ্ক অধর, সিক্ত চোখের পাতা। [৯০]

হাওড়া : ৮।১১।৩৫

—:০:—

একা একা পড়ে মনে
বিদায় বেলার শেষ কথাগুলি নিরালায়, নিরজনে।

স্মৃতির সাগর মথিয়া উঠেছে সেদিনের সব কথা
অজানা কারণে মধুর হাসিটি ভাঙাতো যে নীরবতা
যাবার বেলার শেষ কথাটির শেষ রেশ আজো হায়
আমার স্মৃতির স্মরণ-বীণায় বার বার মূরছায়।
আরো কত গান, আরো কত সুর, ভেসে আসে ক্ষণে ক্ষণে।

সেদিনের সেই বিন্ধ্য প্রান্তে নিরালা কক্ষে থাকি'
সহসা জাগিয়া জড়ায়ে ধরিলে তন্দ্রা-বিভোর আঁখি ;
বিগত যুগের সিদ্ধবালারে মনে পড়ে গেল আজ ?
তরুণ প্রেমিক ভেবে বুঝি মোরে পরেছ কুসুম সাজ ?
রামগিরি বনে মেঘেরে হেরিয়া বিরহের বাণী সনে। [৯১]

রেওয়া : মে, ১৯৫৬

—:০:—

আজ তুমি নাই, আজ তুমি নাই।
শূন্য শয্যা নীরবে কাঁদিছে একপাশে মোর ঠাঁই।

যাবে কি যাবে না করো নাই স্থির বিদায়ের শেষ ক্ষণে
আশা নিরাশার দোলায় দুলিয়া ভাবনা ভরিছে মনে
সহসা যাবার বাসনা জাগিল, আমি হতবাক্ তাই! [৯২]

টিকমগড়ঃ ১৯৫৪

—:o:—

আজি এ নিরজনে রচি এ কথাগীতি।
স্মরণ-পথে আনি তোমার মধুস্মৃতি।
তুমি কি ওগো প্রিয়া,
আমারে মনে নিয়া
লভ না নিরালাতে অতীত প্রেম-প্রীতি?

তুমি কি অকারণে ফেলো না আঁখিজল?
মনের সাথী ক'রে বিধুর হৃদিতল!
আজি এ আঁধিয়াতে
আনিয়া মন-পথে
গাঁথি এ গীতিহার তোমার তরে নিতি। [৯৩]

হাওড়া
মে, ১৯৪২

—o:o—

উনঘাট

স্মরণ-পথে কেন ক্ষণে ক্ষণে তব আসা ?
নয়নে আকুলতা মুখে নাহি সরে ভাষা !
যদি কথা কহিবে না,
যদি কাছে রহিবে না,
অকারণে মিছে মোরে নিরদয় ভালবাসা।

মিটায়েছ তুমি জানি ধরণীর মোহ-মায়া,
তবু কেন মিছে ঘুরে রচ মরীচিকা ছায়া ?
যদি ফিরে আসিবেনা,
যদি মধু হাসিবেনা,
মন-পথে লভি' তোমা মিটিবে না মম আশা। [৯৪]

হাওড়া ৪।৭।৪৫

—:০:—

এই পথে মোরা গেছি বার বার কত অভিযান ল'য়ে।
আশা-নিরাশার মাধুরী মেশানো স্মৃতির সরণি ব'য়ে,

অভিসার নিশি প্রিয় মিলনের ক্ষণে
প্রিয়তমা সাথে সম্মেলনের সনে
মনের কামনা মূরতি লভেছে, ঝরেছে নিরাশা হ'য়ে।

এ পথের ধূলি মিলন বিরহে চিরতরে আছে গাঁথা
তৃণ পল্লব বাণীহারা সুরে আজো যেন কয় কথা।
প্রেমের প্রতিমা দূর হ'তে নহে দূরে,—
বিপুল সুদূর গাহে হার-মানা সুরে
প্রেম চিরজয়ী ভুবন মাঝারে, আয়ুধ বিশ্বজয়ে। [৯৫]

বরাহনগর/১৯৪৬

—:০:—

রেখে-আসা পদধূলি, প্রেমের তীরে।
কেঁপে ওঠে ভীরু হিয়া স্মরণ ঘিরে।
পথ নেমে চ'লে এলে
মিলনের মালা ফেলে
অভিসারী মন নিয়ে গোপন ধীরে।

যেয়ো না পথিক-প্রিয়া! এ পথে নামিলে প্রিয়
অতীত দিনের কথা, স্মৃতি হ'তে মুছে নিও।
প্রেম নব রূপ ধ'রে
আসিবে মনের দোরে,
কভু আঁখি যাবে ভ'রে নয়ন নীরে। [৯৬]

শিকাগো : মে, ১৯৪৯

—:০:—

চরণ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে চপল চিত্ত 'পরে।
শরণ-পিয়াসী হৃদয়ে আমার শান্তি হরণ করে।
দূরে,
সে যে কত দূরে,
অজানা অচিন অদেখা অগম পুরে
আমার হিয়ার পরতে পরতে প্রেমের মাধুরী ঝরে।
জানি,
সে যে আমি জানি,
গভীর গহন গোপন গ্রথিত বাণী
কেন মায়া মরীচিকা পিছে বৃথা সন্ধানী?
আলেয়ার পাছে ছুটে কিবা ফল, আলো যায় দূরে সরে। [৯৭]

হাওড়া : ২৫।৪।৫৯

—:০:—

জীবনের পারাবার পারায়ে
প্রাণের প্রেয়সী মোর
জীবনের পরপারে মিলায়ে
রেখে গেছে আঁখিলোর

ভুলে গেছি তা'য়, ভুলি নাই তা'র স্মৃতি
মনের গহনে আজো লভি তা'র প্রীতি,
সেদিনের প্রিয় মিলনের ক্ষণে
চাঁদ-জাগা নিশিভোর।

আজিএ বাসরে বাতায়ন পাশে
ফুটিয়াছে নিশিগন্ধা।
মোর বাহুমূলে প্রিয়া মোর হাসে
মোর চোখে নাই তন্দ্রা

ভাবি মনে মনে সেই বুঝি আসিয়াছে,
তারি ছায়াখানি নবরূপে ভাসিয়াছে।
হৃদয়-জলধি উদ্বেল আজি
নয়নেতে লাগে ঘোর। [৯৮]

হাওড়া : মে, ১৯৫৯

—:০:—

আঘাত দেছো মোরে ভালবাসারই ছলে।
হিয়াতে ব্যথা ছিল গোপন গুহাতলে।

কেন যে দূরে গেলে
মিলন নিশি ফেলে
বিদায় মালাখানি পরায়ে মম গলে ?

কি সুখ তুমি পাও আমারে দুঃখ দানি'
নয়নে বারি ঝরে, মুখে না সরে বাণী।
বিরহ আঁখি নীরে
মিলন আসে ফিরে
দুঃখের অবসানে প্রেমের শিখা জ্বলে। [৯৯]

—:০:—

আমার খাতার শেষ পাতাটি শেষের গানে ভরলো।
আমার মনের অযুত কথা বীণার সুরে পড়লো।

বৃথাই গাঁথা হ'ল কত কথার ফুলের মালিকা
আবেগ-ভরা ছন্দ সুধায় ভাষার চমক তালিকা।
নিত্যকালের রুদ্রবীণায় সুরখানি কি ধরলো ?

চলার পথে গায়ে লাগে ধুলা-বালির প্রভঞ্জন,
নিন্দা-স্তুতি, খ্যাতি-ক্ষতি, প্রীতি-প্রেমের নীলাঞ্জন।
হাস্য মুখে গ্রহণ ক'রে মনের ব্যথা হরলো। [১০০]

হাওড়া
২৪।৫।৫৯

—:০:—

নটরাজ

(১)

নাচিছে বিরাট, নাচিছে বিশাল,
নাচিছে বিপুল, নাচিছে করাল।
নৃত্যে মত্ত
চির-প্রমত্ত
হানিছে বিকট অট্টরোল ;
তরীতে লেগেছে ভীষণ দোল।

(২)

শত অজগর আজিকে ক্ষুব্ধ,
শত ফণা ধ'রে হয়েছে লুব্ধ।
আসিছে গ্রাসিতে,
সৃষ্টি নাশিতে ;
বাঁশীতে বেজেছে ফাঁসির রোল।
ফুঁসিছে ফণিনী মদ-বিভোল।

(৩)

আজি 'প্রশান্ত' মহা অশান্ত ;
গগনে ভরেছে তমসা ধ্বান্ত।
প্রলয় নৃত্যে
ভয়ে যে চিত্তে
দিক্ দিগন্তে লেগেছে দোল।
মরণ-বরণ দোদুল দোল।

(৪)

উত্তাল তালে নাচে তরঙ্গ ;
দ্যুলোক হেরিছে ভূলোক রঙ্গ
চির-অসঙ্গ
মাগিছে সঙ্গ,
মহাকাল দেয় বিরাট কোল।
মহামিলনের এই কি ভোল্ ?

(৫)

শিরেতে শোভিত শুভ্র কিরীট
ক্ষণে খসে যায় বুঝিবা প্রাবৃট
উঠিয়া উচ্চে
মেলিয়া পুচ্ছে
উর্মিতে মেলে এ হিল্লোল।
মহাসাগরের কী কল্লোল।

(৬)

ভীষণ ঝঞ্ঝা চঞ্চল বায়ু
শিথিল সর্ব দুর্বল স্নায়ু
কোর না ক্ষান্ত
চির অশান্ত !
ক্ষুব্ধ প্রখর ক্রুদ্ধ রোল।
টুটেছে ভোলার তুরীয় ভোল।

(৭)

দুলিছে ভূলোক, দুলিছে স্বলোক
দুলিছে তরণী দুলিছে গোলোক
বিধুর বঁধুর
মত্ত-মধুর
হৃদয় শোণিতে লেগেছে দোল।
কৃষ্ণ-রাধার ঝুলন দোল।

(৮)

উড়িছে অলক বসন-প্রান্ত ;
অবগুণ্ঠন খুলিয়া ক্ষান্ত।
প্রলয় দোলায়
ভূবন ভোলায়
লুণ্ঠন করি' নীল নিচোল।
দূরে উড়ে যায় নীল কাঁচোল।

(৯)

রুদ্র বীণার রুদ্র তালে
নাচিছে রুদ্র বিশ্বভালে।
তাণ্ডব নাচে
মুক্তি যে যাচে
বন্ধন যুত চিত-চপল।
সঙ্গে বাজিছে মৃদঙ্গ খোল।

জেনারল মিগস্ :
প্রশান্ত মহাসাগর,
২৮শে আগষ্ট, ১৯৪৮

—:০:—

মৃত্যু

মৃত্যু ! তব ভয়াল বিকট বিকৃত স্বরূপ
প্রচারিত মানবের বুদ্ধিস্ফীত বর্ণনা বিন্যাসে,
তব ত্রাসোদ্রেকী মূর্তি, কুহকী কল্পনা,
বিভীষিকাময়ী তমিস্রা আবৃত ; এক অলীক জল্পনা
শুধু অপ্রপ্রচারের দুন্দুভি-নিনাদে,
মিথ্যা উচ্চনাদে
অসত্যেরে করেছে প্রকাশ।

ভয়ংকর রূপহীন রূপে তুমি বিনিন্দিত ,
কুলাচারী যাজক ও ভিষকের নিত্য সম্প্রচারে
রাহুগ্রস্ত করিয়াছে তব চিরন্তনী সত্যসূর্যে।

জীবনের অপরূপ নাট্যলীলা,
লজ্জাবতী লতিকার স্পর্শত্রস্ত পত্রসম
তোমার কঠিন হিম শীতল পরশে
স্তব্ধ, মূর্চ্ছাগত, স্তম্ভিত, অচল মানব জীবন।

তোমার না আছে আস্য, না আছে মূরতি,
নাহি অবয়ব, না আছে আকৃতি,
নাই কপিশ ক্রোধীশ আঁখি ভস্মাগ্নি-নিস্রাবী।

শুধু মানবের মস্তিষ্কেরে করো সমাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা জালে,
সংজ্ঞাহীন, অচৈতন্য তিলস্পর্শে তব ;
ভয়ের করাল, কল্পিত রূপ করে সহসা সম্বিৎহারা,
অবচেতন মনে চলে নিত্য প্রতিক্রিয়া তার।

মরণ-তোরণ পারে নিয়ে যাবে যাহা অমৃতের লোকে,
সৎচিদানন্দময় অমর জ্যোতিতে,
নিত্য শান্তি ধামে—
সে কখন হ'তে পারে ক্রূর প্রবঞ্চক,
দয়াহীন, প্রেমহীন, মমতাবিহীন, এতই নিষ্ঠুর ?
সত্য উপলব্ধিতে হোক নিত্য সমুজ্জ্বল
মরণের দিব্য, স্বতঃস্ফুর্ত, জ্যোতির্ময় রূপ
নব জীবনের প্রকাশ প্রতীক রূপে
মৃত্যুহীন অমৃতের সাজে।

তোমার চকিত স্পর্শে
অনন্ত জীবন-স্রোতে
আনে মাঝে মাঝে সহসা বিরতি ;
নিয়ে যায় জন্ম হ'তে জন্মান্তরে
আনন্দের উজ্জ্বল প্রভায়, সমুজ্জ্বল মহৎ জীবনে—
তাই বেজে ওঠে বিশ্বে ওই তোমার আরতি।

জীবনের পুষ্পমাল্যখানি
কুসুমের সন্নিধ সন্নিবেশে
মরণের সীমাহীন সূত্র দিয়ে গাঁথা
সংখ্যাহীন জীবনের পুষ্প সমাহারে।
কভু চির সুবিলয় বাসনা বিলয়ে পরব্রহ্মলোকে।

তব নগ্নমূর্তি সাথে নাহি মোর পরিচয়,—
প্রসারিত প্রেম আলিঙ্গন অজানিত মোর ;
তবু জানি প্রমার জ্যোতিতে, মহাধ্যানে,
মন্ত্রের সাধনে,
আত্মার আনন্দ দিয়ে লভিয়াছি তোমার সম্বোধি,
তব জ্যোতিষ্মান, অনন্ত স্বরূপ।

বুদ্ধির বিভাতে তুমি নও সুপ্রকাশ,
কুৎসিত মুখোশখানি পড়িয়াছে খসি'
নিত্য সত্য কিরণ সম্পাতে।
অনুভব করিয়াছি
তব নির্বিকার, নির্বিকল্প, অক্ষর স্বরূপ—
সুমহৎ হ'তে আরো মহীয়ান,
অণু হ'তে আরো অণীয়ান
মূরতি তোমার।

*　　　*　　　*　　　*

অনন্তের ডাক আসে প্রাণে একবার,
চমক চকিত পায়ে
চলে যেতে হয় ক্ষণিকের ডাকে,
বিনা প্রস্তুতিতে,
প্রজ্ঞার আলোকে, পরব্রহ্মলোকে।

হাওড়া :
মধ্যরাত্র : ১২।৬।৬০

—:০:—

পাষাণ প্রতিমা

(খাজুরাহো)

আমি প্রাণহীন ! আমি অচেতন !
জীবন্ত জেনো নীরব পাষাণে অন্তর অবচেতন ।
আমি অসাড় ! আমি নিঃসাড় !
হৃদয়ের বাণী নিঃশেষ ক'রে দূর করে দিছি সব সার ।
তবু আজো আছি বেঁচে,
পাষাণ-ফলকে মূরতি ধরিয়া কালের করুণা যেচে
একবার দেখো ফিরে,
হিন্দোলে দোলা দিত যে প্রেয়সী আসেনা বক্ষ ঘিরে !
যদি আসিয়াছ এত কাছে,
চরণ ধরিয়া মিনতি করি গো ভুলে যাও যদি পাছে
পাষাণ-প্রতিমা জড়ায়ে ধরিয়া দিও গো পরশ দান
পাষাণের মাঝে প্রাণ আছে জেনো, সবে আছে ভগবান ।
হৃদয়-সাগর উদ্বেল আজি, পাষাণ যাইবে টুটে
না জানি সে কোন নৃসিংহ মূরতি স্তম্ভ ভেদিয়া উঠে !
রাঘবের পদ-পরশে পেয়েছে অহল্যা সতী প্রাণ,
জীবনে আমি কি লভিবনা পুনঃ অমৃতের সন্ধান ?
বল একবার কথা—
আমার শ্রবণ শীতল হউক, ভেঙে যাক নীরবতা ।

ছতরপুর :
জুন, ১৯৫৪

—:০:—

কাশ্মীরের মেয়ে

১

ওরা কত কাজ করে !
এক হাতে টানে হাল আর হাতে ছেলে ধরে।

ঝিলাম নদীর বুকে
চলে দাঁড় টেনে সুখে
কোন উজানের পানে
কে জানে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট দিশার সন্ধানে ?

নয় শুধু এতে অবসান
হাঁটু তুলে কচি শিশুটিরে করে স্তন্যদান।

জলেতে এদের বাস
তবু, কভু ধোয় নাকো নিজ পরিধান বাস।

নৌকার খোলেতে ব'সে
ধোয় থালা, খায় জল, সেই জল অপরিষ্কার করে ক'ষে
স্রোতের পুষ্পের মত চলে দাঁড় বে'য়ে
হরিণী নয়না মুগ্ধমূক অপলক আঁখি চে'য়ে
অয়ি কাশ্মীরের মেয়ে !

২

ওরা জমিতেও করে কাজ।
সেই এক ঢল্‌ঢলে জোব্বা-পরা সাজ।
হাতেতে লগুড় লয়ে হানে
স্থূল কলেবর মৃত্তিকাপিণ্ডের পানে ;
চূর্ণ করে তা'রে
আঘাতের পর আঘাত হানিয়া বারে বারে।

সেচের জলেতে যবে পূর্ণ হয় ক্ষেত্রখানি
জলে ভরা রাখে তা'রে নাতি উচ্চ আলখানি টানি'।
করে নাকো দেবতার পদে পূর্ণ সমর্পন, হয়ে নিশ্চেষ্ট, অনড় ;
বৃষ্টির জলের পরে করেনা সে সম্পূর্ণ নির্ভর।
তুষার গলিত নীর বহি' ধীরি ধীরি
ক্ষেত্র হ'তে ক্ষেত্রান্তরে ফিরি'
আর্দ্র করি' চলে যায় অদ্রিদ্রোণী বেয়ে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র নদীতে পড়িতে
—বিপাশা, ঝিলাম আর শতদ্রু গড়িতে।

নরম মাটিতে এরা রোপে এক এক ক'রে,
ধান্য চারা সরল রেখায় সারা ক্ষেত্র ভ'রে।
ড়ের নীচে অধিত্যকা ভূমে
যাহার তুষার-শীর্ষ নীলাম্বর চুমে
চিনার পাইন কীর্ণ গিরি গাত্রে
যবে বাদলের মেঘ আসে ছেয়ে ভোর-রাত্রে
সুনীল নয়না ঊর্ধে আঁখিহানে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে
অয়ি কাশ্মীরের মেয়ে !

৩

ওরা করেও কলহ !
এপারের গৃহ-তরী হ'তে শোনা তা প্রায় দুর্বিসহ।
কত ধাবন, কুর্দন, নর্তন, হস্ত উত্তোলন,
পদ প্রক্ষেপণ, উর্ধে সরবে আস্ফালন।
কত দ্রুত কুৎসিত ভাষা ওরা তারস্বরে কয় ;
অর্থ তার জানিবার যোগ্য নয়।
ঝিলাম নদীর তীরে
য়া তরী হ'তে পড়ি' অগভীর নীরে
লগুড় লইয়া করে তাড়া।
তটিনী সৈকতে সুরু হয় যেন এক সংগ্রামের সাড়া।
যদিও পঞ্চনদীর এক নদী এও বটে
বেণী পাকাইয়া শিরে শিখদল নামেনিকো এই তটে।
শাড়ী পরে নাকো তাই রক্ষে
নইলে কি বীভৎস দৃশ্য হ'ত গণ-চক্ষে ?
বিতস্তা সৈকতে চলে ধেয়ে
গলৎঘর্ম কায়ে শীতল সলিলে নেয়ে।
সমররঙ্গিনী অয়ি কাশ্মীরের মেয়ে!

শ্রীনগর ঃ
জুন, ১৯৫৯

—ঃ০ঃ—

শালিমার বাগ

এই শালিমার বাগ ?
প্রণয়ীর পরম প্রয়াগ ?
প্রচণ্ড মার্তণ্ড তাপে যবে দিল্লীর প্রাসাদ
বাসের অযোগ্য,—মেলেনাকো জীবনের স্বাদ
রুদ্র নিদাঘের আবির্ভাবে ;
আকাশের মহাশূন্য হ'তে অগ্নি ঝরে ঋতুর প্রভাবে।
উষ্ণ বায়ুভর ধূলির ঝটিকা সুরু করে তাণ্ডব নর্তন
বর্ষে বর্ষে নিদাঘের নিত্য আবর্তন
ধ্বংস করে ধরিত্রীর সর্ব শ্যামলিমা।
অভ্যাসের বসে সুরার শোণিমা
প্রাণে আনে অসহ্য যন্ত্রণা
তা'রই কোপ হ'তে মুক্তি পেতে এ এক নূতন মন্ত্রণা !
—মুঘল সম্রাটের নয়নের মণি,
ধরণীর আলোকের খনি,
সুন্দরী-প্রধানা, রাজমহিষী নূর জাহানের লাগি'
—সম্রাটের জীবন-যৌবন ছিল নিত্য অনুরাগী—
রচিলেন রমণীয় এই গ্রীষ্মাবাস কাশ্মীরের অধিত্যকা মাঝে
রমণীয়, স্মরণীয়, কমনীয় সাজে।

দিখলয়ে শোভে ধবল-কিরীট নগরাজ গিরি হিমালয়
অঙ্গ অবগাহি যা'র তুষার গলিত নীর খরধারে বয়।
অগণিত শীর্ণস্রোতধারা, উপল ব্যাহতগতি
বহিয়া চলেছে স্বতঃ সৃজিবারে হ্রদ, স্রোতস্বতী।
তারি মাঝে রচিলেন কিবা মনোরম,
স্তরে স্তরে বিরচিত তৃণের গালিচা অপরূপ, অনুপম।

চুয়াত্তর

অঙ্ক-রেখা ধ'রে ধীরে ধায় প্রতিক্ষণে,

কুলু কুলু স্বনে,

হিম বারি প্রস্রবিনী নির্ঝরিণী ধারা—

টুটি-ঘোর অন্ধ-বন্ধ, নীর-গর্ভ পাষাণের কারা—

দুইপাশে তৃণাকীর্ণ, শ্যাম আস্তরণ, মাঝে মাঝে লিখা

বহুবর্ণী সুশোভিতা পুষ্প কেদারিকা।

মনে হয় গালিচার শ্যাম অঙ্গে যেন সূক্ষ্ম রেশমের কাজ

করিছে বিরাজ—

উদ্যানের চারি দিকে চেরী ও চিনার

তুলেছে মিনার।

আপেল, বাদাম আর আলুবখ্‌রার বীথি,

মধ্যে বহমান জলধারা শোভে যেন রজতের সীঁথি।

মাঝে মাঝে তাজমহলের দীর্ঘ ঝাউগুলি

বুলায়েছে প্রকৃতির পটে বৈচিত্র্যের তুলি।

আবরিয়া কৃত্রিম নির্ঝর উঠিয়াছে শিলা নিকেতন,

কুম্ভ-শূল বিচিহ্নিত অপূর্ব কেতন।

সারা উপপীঠ গাত্র সিক্ত-শ্যাম শৈবালে লাঞ্ছিত

অঙ্গ ঘেরি' উঠিয়াছে সুশোভনা ব্রততী, বাঞ্ছিত।

মর্মর কুট্টিমে আজ বাজে নাকো কঙ্কণ-কিঙ্কিনি

লীলায়িত নৃত্য-ছন্দে মুখর করেনা হর্ম্য রভস-রঙ্গিণী।

জানিনাকো কি কথা কহিয়াছিলে মধুর গুঞ্জনে,

অমিয় সিঞ্চনে,

সম্রাটের কানে, কত মুগ্ধ প্রণয়ের প্রমত্ত প্রলাপ,

আজি তাহা সান্ধ্য মন্দ গন্ধ-সমীরণে শুধুই বিলাপ!

* * * *

'ডাল' হ্রদে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু বিস্তারিয়া নানা বর্ণ শোভা,
বর্ণাঢ্য প্রদোষ যবে হ'ত মনোলোভা
চম্পক অঙ্গুলি তুলি' দেখাতে সম্রাটে
সুকৃত্রিম শৈল সৈকতার শান-বাঁধা ঘাটে
রাতুল চরণ রাখি'
দূর প্রতীচ্যের পানে মেলি' আঁখি
সেই অনুপম ছবি
দিনান্তের অস্তগামী রবি
বিচ্ছুরিছে শেষ রশ্মি' গলিত সুবর্ণসম
—নিত্য নিরূপম।
কি যে যাদুমন্ত্রে তুমি মুগ্ধ করেছিলে, ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরে
জপতপ ধ্যান জ্ঞান ছিল যার তব যৌবনেরে ঘিরে
বুদ্ধিস্নাত ব্যক্তিত্বের বিচিত্র প্রভাব
—রমণীয় চরিত্রের এক অপরূপ ভাব
মর্যাদা-মণ্ডিত, দীপ্ত, কুলিশ কঠোর, নহে উপমার ?
কি মোহ মাখানো ছিল নয়নে তোমার ?
কি মদিরা ধরেছিলে অধরের প্রান্তে আনি তাঁর
নিত্য বারম্বার ;
সর্বহারা হ'য়ে তিনি করিলেন সর্ব সমর্পণ নব অনুরাগে
এই শালিমার বাগে ?

*   *   *

প্রেমের কাহিনী যত শালিমারে কেন্দ্র করি' প্রচলিত যাহা
সাজাহান সম্রাটের লাগেনিকো মোটে ভালো তাহা ?
—আজো নাহি জানা ;
মমতাজ মহিষীরে ল'য়ে প্রিয় মিলনের ক্ষণ-যাপনের ইতিবৃত্ত নানা।

কেন তবে রচিলেন শালিমার চেয়ে সুন্দরতর উপবন,
রমণীয়তার গঠন আঙ্গিকে ভরে উঠে মন
মমতাজ্-পিতা মহামাত্য আসফ্ খান্
শালিমার সন্নিধানে নিশাৎ বাগ যাহার আখ্যান ?
দাম্পত্য জীবনের অষ্টাদশ বর্ষ মাঝে
চতুর্দশ সন্তান ধারণে হ'ল গত সৃজনের কাজে ;
এরই মাঝে কতবার হায় !
ভূস্বর্গের উপবনে ব'সেছিলে কতদিন নিদাঘ সন্ধ্যায় ?
নাহি আজও জানা,
ইতিহাস মৌন-মূক সে রহস্য পরে যবনিকা টানা।
জানিনাকো পরিচ্ছন্ন প্রদোষের প্রসন্ন বেলায়
পুষ্পগন্ধী সমীরণ যবে সৌরভ এলায়।
সহসা উদিল বুঝি ক্ষণিক খেয়াল সম্রাটের মানস স্বপনে
অন্তরের প্রান্ত হ'তে গভীর গোপনে
উড়ে পড়েছিলো কিনা একটুকু বীজ সম্রাটের প্রাণে
অদূরে নেহারি শ্বেত-শুভ্র তুষার মণ্ডিত হিম-অদ্রি পানে
সৃজিবারে মর্মেরে অনুপম মহাসৌধ চিত্তপটে আঁকা
অসীম অম্বরে যেন উড়ে চলে ধবল বলাকা।

*　　*　　*　　*

জীবনেতে গিয়েছিলে তুমি একবার
ভারত সম্রাট আলমগীর কাশ্মীরে নষ্ট স্বাস্থ্য করিতে উদ্ধার
সে কাহিনী লেখা আছে ইতিবৃত্তের পাতার উপরে
প্রাঞ্জল ভাষায়, সুবর্ণ অক্ষরে—

চলিয়াছে তারা নিজমনে
কি জানি কিসের অন্বেষণে ?
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মদ্র, মারাঠা, কেরল,
অন্ধ্র, বিন্ধ্য, আসাম, দিল্লী, জম্মু, হিমাচল,
রাজপুতানা, গুর্জর, বিহার, পাঞ্জাব হ'তে
নানা যান স্রোতে
হেরিবারে কালস্রোতে ভাসমান নবতম প্রেমের মূরতি
স্বর্গের সান্নিধ্যে আসি' ভূস্বরগে লভিয়াছে যতি।
অতৃপ্ত কামনা হায় বৃথা তৃপ্তি মাগে
এই শালিমার বাগে !

শ্রীনগর ঃ জুন, ১৯৫৯ —ঃ০ঃ—

পরিণয়

গোধূলির ক্লান্ত বেলা শেষে
মিলনের যে রাগিণী উঠিছে বাজিয়া ;
পত্রে, পুষ্পে, বর্ণে, গন্ধে মিশে
মিলন-মাধুরী লয়ে এসেছে সাজিয়া।
প্রণয়ের মধুলিপি হ'তে
বেণুতে রেণুতে সুর উঠিছে ধ্বনিয়া ;
বিহগ-কূজন ধ্বনি স্রোতে
অলিকুল উড়ে আসে প্রহর গণিয়া।
দিনান্তের শ্রান্ত অবসরে
মিলন পিয়াসী দুটী জীবনের ধারা,
শান্ত হ'ক মিলন বাসরে,
শুভ মন্ত্রে দুঁহু আজি একে হ'ক হারা।

অটোয়া ঃ জুন ১৯৪৯ —ঃ০ঃ—

আশা

মাধোগড়

মাধোগড়ে খোলা অলিন্দে
সিন্ধের যত বাসিন্দে,—
উন্মূল জনতাদেবীর এক অংশ,
রাষ্ট্রের নাৎজামাতার অবতংস।
দখলি' আছেন খোপরে খোপরে,
চাতালে, দালানে, ভিতরে, উপরে,
ঘরে, বারান্দায়, হেঁসেলে, গোয়ালে।
মান ইজ্জৎ সকলই খোয়ালে
উদরের তরে উদার নীতিতে উদয় অচলে সহজ দারা—
পরিচয়হীন পথের প্রান্তে প্রাণপাত করি' খেটেই সারা।

খেটে খেটে তারা খেটেই যায়,
হেঁটে হেঁটে তারা ক্লান্ত পায়।
তবু খদ্দের জোটেনা মোটেই
ফল ফেরি ক'রে ফিরিছে হেঁটেই।
পাঁপড় বানায়, ব্লাউজ সেলায়
মজুর খাটায়, রিক্সা চালায়।
কর্তাবিহীন কর্ত্রী কপালে
কী মন্ত্র না হৃদয়ে জপালে।
সুনীতির পদে বিনতি জানায়ে দুনীতির ঘরে দুর্নীতি—
ঝুটো বঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যা, কিছুতেই নেই ভয় ভীতি।

একাশি

পরিপ্রেক্ষিত শুধুই নয়,
ঘর, বার, দোর, নোংরাময়।
বাহারে রংয়ের কাপড় সিলিয়ে,
ঘোর নীল, লাল, হলদে মিলিয়ে,
টিলে পায়জামা, খাটো পাঞ্জাবী,
নোলক বদলে নাকে নাক্‌ছবি।
দলবলে মিলে দেখে ছায়াছবি,
বাদ নাই কভু কোনো শনি-রবি।
মাতার মমতা নেই মনে, তবু কাঁখে শিশু স্তন্যপায়ী,
মনে মমতাজ, প্রেমের প্রাসাদ,—প্রেম শুধু ক্ষণস্থায়ী

পান্না : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ —:০:—

পশারিণী

কাঁধায় কাঁধায় দড়ি দিয়ে এক করি'
ছুটী হাঁড়ি বাঁধি ছুটী রাখি' তদুপরি
মাথায় রাখিয়া চলিয়াছে একাকিনী
কলসের গায়ে হাত রাখি' পশারিণী।
কোমরে ঝোলানো কাঁধ হ'তে কচি ছেলে
গরম জলীয় পরশ বসনে মেলে।
কাঁকর বিছানো পথ চলে তাড়াতাড়ি
বাঁচায়ে বাঁচায়ে পথচারী আর গাড়ী।
হাটেতে যাইয়া বেচিবে শ্রমের ফল ;
খাবে চাপাকলে আঁচলা ভরিয়া জল।
ছেলেটার মুখে দিতেছে শুষ্ক স্তন,
বিফল হতাশে করিছে সে ক্রন্দন।

রাঢ়কেলা : জুলাই, ১৯৫৭ —:০:—

বিরাশি

চলিষ্ণু শকট

চলিষ্ণু শকট চলে বিবিক্ত সরণী বাহি,
অসিত, অশ্মর, মৌন ; ধূসর গোধূলি নাহি,
কবে অতিক্রান্তা। তামসী ত্রিযামা নামে ধীর ;
উদীচীর ধ্রুবতারা প্রোজ্জ্বল অম্বরে স্থির।
তূর্ণবেগে ধায় ত্বরণেতে অঙ্ঘ্রি চাপে অর
ক্রন্দসীর উৎসঙ্গোপরে। শংসায় মুখর
অনার্তবা ; বেগের বীপ্সায় ললন্তিকা প্রান্ত
মৃদু দোলে ; বীক্ষমানা স্বেদের বিস্রংসে শ্রান্ত।
পশ্চাতে চঞ্চল অলিঞ্জর বেগের বর্ধনে
ধাত্বাসনে নিতম্বাস্থি চূর্ণ, মেদের মর্দনে।
অভিষ্যন্দ নির্ঝরিণী ধ্বনি সমিদ্ধ সমীরে।
আলাত অঙ্গার জ্বলে দূর দেহলী-তিমিরে
ঈষিকা বনের প্রান্তে। হ্রস্ববেগ শকটের
প্রত্যালীঢ়া প্রগতির প্রেমাবেশ, নিকটের
সুস্থিত সান্নিধ্যে বৃথা মোহাকর্ষে রাখে রোধি'
অপ্রমেয় প্রমার এ মহা শাশ্বত সম্বোধি।

রেওয়া :
জুন, ১৯৫৪

—:০:—

কল্যাণী

প্রবাসের দীর্ঘ অবসর পূর্ণ করে দিলে তুমি মম,
হে কল্যাণী! নিদাঘের দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণমেঘ সম
শান্ত ছায়াখানি বিস্তারিয়া দিগন্তের শূন্য নীলিমায়।
সদা হাস্যে তব চেয়েছিলে আবরিতে মোর ম্লানিমায়
ফুল্ল আস্যখানি সুমধুর কাব্যভরা মধুরিমা দিয়ে;
ক্লান্তিহীন সেবাহস্ত তব দিয়েছিলে নিত্য প্রসারিয়ে।
সদাশুদ্ধ প্রমোদের ধাতু, মজ্জা তব, রেখেছে গড়িয়া
বিরহের বিষণ্ণ বিকাল প্রিয়ালাপে দিয়াছ ভরিয়া।
বিদায়ের শেষ অবকাশে এল না'কো চোখে তব নীর
মেঘাবৃত শ্রাবণের প্রদোষ প্রাকালে আসন্ন নিবিড়
বৃষ্টিধারা সম, বিরহ মলিন। স্মিতমুখে দাওগো বিদায়,
বিচ্ছেদের শেষ ক্ষণখানি কালগর্ভে গত হল প্রায়।
যাত্রাকালে সকরুণ অশ্রু-সমুদ্গত নয়নেতে চাওয়া,
বাক্যহীনা বাণী তব মন্থর করেছে মোর দূর তরী বাওয়া
অনন্তের লক্ষ্যহীন নীরে। তবু মোরে যেতে হ'বে হায়,
অদৃশ্যের মায়া রজ্জু টুটি'। তাই বলি, হে বন্ধু, বিদায়!
যদি কিছু থাকে স্মরণীয়, আমরণ রবে অমলিন;
তোমার আমার মাঝে বরণীয় যাহা, নাহি হবে ক্ষীণ!

ময়টন
জুলাই, ১৯৪৯

—:০:—

মেঘল আকাশ

মেঘল আকাশ, গিবাস্ চাঁদ !
ঝুরছে আলো মেঘের ফিশারে
দম্‌কা হাওয়া হাম্‌লা করে
পেতেছে বিরাট মরণ ফাঁদ ।

অর্ধ ত্রিযামা গগন তলে,
জেনিথে শশীর চাউনি বাঁকা ।
মেরিডিয়াণে পশ্চাতে রেখে
কালপুরুষও অস্তে চলে ।

আকাশের আলো ঠিক্‌রে জ্বলে
সাতভাই চাঁপা খেলে গোপন ;
দু এক ঋষি হাজির সভায়
সপ্ত ঋষির আপন দলে ।

কোরিয়পসিস্ ও গিলার্ডিয়া
ফুলদানিতে মেলে নয়ন ।
করবী ও কেণা নেতিয়ে পড়ে,
'জিনিয়া'ই খাড়া রয় জাগিয়া ।

মেদুর আকাশে ঝড়ো হাওয়া
ঘার নিয়ে করে দাপাদাপি ;
ফুলের বাসরে ব'সে প্রিয়া
অচল বিরহ গীতি গাওয়া ।

হয়তো ঝরিবে নভে বারি,
শান্ত হইবে তপ্ত ব্যোম ;
তোমার মনের উতল আশা
বা'র হ'বে ফুঁড়ে শিফণ শাড়ি

ওঠ, ওঠ তবে, ওঠো গো পিয়া !
মুছে ফেলো হাতে চোখের জল।
না-চেয়ে পাওয়ার পুলক ভারী
গুলবাগে মোর গায় পাপিয়া !

দক্ষিণেশ্বর, ১৪।৪।৪৩

—:০:—

ত্রয়োদশপদী

রাত্রি নেমেছে অস্তগত সান্ধ্য সূর্য।
পিছনে, পাহাড়ে, আকাশে একাকার।
সুমুখে সীমাহীন সাগর সলিল ;
বহিছে হৃদয়ে নিয়ত হাহাকার।
বালু সৈকতে সফেণ ঊর্মি আঘাত
শীকরে, সলিলে, সমীরে হানাহানি।
দুজনে আধশোয়া বালুকা সিথানে ;
হৃদয়ে হৃদয়ে গভীর জানাজানি।
রমণী ও পুরুষ প্রকৃতি বাসরে
সেথা আনে নাই কেহ ফুলরচনা
মদন ধনুতে হানিছে ফুলশর
মদির আবেশে মুখর সুবচনা
বিসরিয়া অতীতের অনুশোচনা।

রুচ়কেলা : মে, ১৯৫৬

—:০:—

ছিন্নাশি

খোলা অলিন্দ

খোলা অলিন্দে,—করিডর নীচে,
সম্মুখে ফাঁকা দিগন্তিকার
দূরে দেখা যায় চলন্তিকার
রেলের বাঁধ ;—আর সব নীল।

খোলা অলিন্দে,—সাজানো-গোজানো
বেতস কেদারা, টেবিল, টি-পয়
হুকুম তামিলে হাজির টী-বয়
দালানে নামার সিঁড়ির ওপাশে।

খোলা অলিন্দে, আসীন ওদিকে
তরুণ তরুণী মুগ্ধ মধুর ;
ধূসর প্রদোষ, গোধূলি বিধুর—
শরমেতে-রাঙা সূর্য অস্ত পাটে।

খোলা অলিন্দে কাচের ভাসেতে
মুখর জিনিয়া মধ্যে রক্ত হেলা
এন্টিরিণাম্, ফ্লক্স ও বেলা
ফুলঝুরি হ'য়ে জাগে লুপিণাস্।

খোলা অলিন্দে কাচের ভাসেতে
লাল লার্কস্পারে উড়ন্ত পাখী
যেন গাঁথা আছে থাকে-থাকে থাকি'
পপি, কস্মস্, গোলাপ ও গাঁদা।

সাভাশি

খোলা অলিন্দে বর্ণ বিলাস,—
অপরূপ এক স্নিগ্ধ চেতনা ;
কেলাসিত যেন রংয়ের দ্যোতনা
আর কেলাসিত মনের কামনা।

খোলা অলিন্দে, প্রসূনের পাশে
প্রবাহিনী নয়, প্রেম তটিনী
ফটিকের মত স্বচ্ছ হিমানী
দ্রবীভূত হয় ঘন স্পর্শনে।

খোলা অলিন্দে দক্ষিণ কোণে
অবাক নয়নে লোমশ কুকুর
দোলায় লাঙ্গুল, সুমুখে পুকুর
—ভরা নীল ফুলে, কচুরি পানার

দক্ষিণেশ্বর : ১২।৭।৪৪

—:o:—

ছোট কটী কথা

ছোট কটী কথা সারবান জেনো
যদি থাকে তাহে প্রাণ।
প্রতিটী কলাপ অন্তরে মেনো
সততায় দিও স্থান।

চাহিনা তোমার করুণার কণা,
নহি কৃপা অভিলাষী
শুধু এই বলো 'কভু ভুলিবনা
তোমারেই ভালবাসি।'

এজাজ : কানাড়া
১১।৬।৪৭

—:o:—

সুরকার

রুদ্র বীণায় তান যে শোনায়
কে সে নবীন জন ?
সুরের বোলে লহর তোলে
মোহিত জনগণ।
রয় যে চেয়ে বিভোর হ'য়ে
ভাবেই অচেতন।

উতল বায় সুর বিছায়
পুলকে হায় সুবাস ছায়
দাঁড়িয়ে যারা আপন হারা
তুষ্ট সবার মন।
ফেরার পলে অলির দলে
নীরব গুঞ্জরণ।

কোন সুরেতে গাইছে মেতে
কঠিন বিশ্লেষণ।
নয় ভূপালি, দেশ, রামকেলি,
খাম্বাবতী, ইমন ;
নয় ভৈরবী, মেঘ, পূরবী,
জিলা, টৌরী, কীর্তন।

কেহ এ সুর শোনেনি কভু,
কীযে এ সুর বাজালে প্রভু ?
নয় শংকরা, কাফি, কেদারা,
বৃন্দাবনী সারণ্,
নয় মালবী, মধুমাধবী,
ছায়ানট, ভজন।

নয় সাহানা, ভেঁরো, আড়ানা,
এ ইমন কল্যাণ ;
পিলু, বাঁরোয়া, মান্দ, যোগিয়া,
শ্রী, নটনারাণ
টপ, বাগেশ্রী, ভীমপলশ্রী,
গারা, যাত্রার গান।

তানের লয় ও মূর্ছনায়
প্রাণ যে হায় হারিয়ে যায়।
নয় গান্ধারী, পুরিয়া, সারি,
সোহিনী, মুলতান।
নয় আসোয়ারি, দরবারি টোড়ী,
ললিত, জারিগান।

শুনিছে ফণী ভুলিয়া মণি,
হিংসা, প্রলোভন।
কোলের শিশু বনের পশু
স্তব্ধ সবার মন।

গোধনগুলি আহার ভুলি'
শুনিছে সম্মোহন।
নাহিকো দ্বেষ, নাহিকো শ্লেষ,
নাহিকো ক্লেশ ; রয়েছে রেশ।
শাখার পাখী, বনের শাখী,
বিশ্ব-ত্রিভুবন।

আজিকে ভবে শুনিছে সবে
মুগ্ধ দুনয়ন।
চেতন হারা জীবন তারা
তন্দ্রা বিমগন।
শান্তি ভরা নয়ন তারা
সফল সম্মেলন।

২৯ শে ডিসেম্বর,
১৯২৯ : হাওড়া।

—:•:—

পিতৃদেব

বিনামেঘে বজ্রসম ইন্দ্রপাত হ'বে, বুঝি নাই কভু ;
উজ্জ্বল প্রদীপ শিখা সহসা নিভিবে জানি নাই, প্রভু।
কর্পূরের খণ্ডসম হইবে উদ্‌বায়ী, হয়নি প্রতীতি ;
চকিতে নিস্তব্ধ হ'বে উদাত্ত সে কণ্ঠ, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি।
সংসার ঝটিকা মাঝে কভু বুঝি নাই বাত্যার প্রকোপ ;
ছিনু সুখে ছায়াচ্ছন্ন মহাদ্রুমতলে, হ'ল আজি লোপ।
'জীবেদয়া' মন্ত্র তব নিষ্ঠাসহ গেছ জীবনে আচারি',
গো-জাতির সেবাদর্শ আজীবন, দেব! গিয়াছ প্রচারি'।
মহৎ জীবনাদর্শে তুমি ছিলে ঋষিকল্প সত্য-দর্শী
বেদান্তের বাণীদীপ্ত, বিজ্ঞান আলোকে, নিত্য প্রমাস্পর্শী
লৌকিক আচারে তুমি দাওনি গরিমা, জ্ঞান যোগীবর!
আত্ম-অনুভূত সত্য করেছ প্রচার, নিত্য নিরন্তর।
সংসার সমরে তুমি নিত্য কর্মযোগী, সদা কর্ম-লিপ্ত,
ভক্তিমার্গে ভক্ত শিরোমণি তুমি—আত্মনিবেদনে তৃপ্ত।
সর্ব ধর্ম সমন্বিত উদার প্রকৃতি—আসক্তি-বিহীন,
আত্মনির্ভরের পরম মূরতি, ধর্ম-বিজ্ঞান প্রবীন।
মর্ত্তের মৃত্তিকা মিথ্যা করেছে প্রয়াষ তোমারে ধরিতে।
জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরি' এল দেবদূত, তোমারে বরিতে।
জীবন-বন্ধন মুক্ত, ইন্দ্রিয়-অতীত, বিদেহী জীবাত্মা
চিরনিত্যধামে গেছে, স্বর্ণাক্ষরে লিখি', অমৃতের বার্তা।

২০ শে সেপ্টেম্বর,
১৯৫৭ : হাওড়া

—:০:—

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

শেষ